ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

মদালসা

(পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য)

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ার্থে)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

কলিকাতা

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(১৩০৬ সাল ১লা বৈশাখ)

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

৪৫।৪ বেণেটোলা লেন, সাথী প্রেসে.
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রেমাঞ্জলি।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী দাদা মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু।

অতুল দা!

মানুষ অনেক রকমে পাগল হয়। পাগলামীরও কতকটা সীমা আছে। এই নশ্বর সংসারে আসিয়া ভুলে ডুবিয়া কত রকম পাগলামী করিয়াছি তাহাও প্রায় আপনার অবিদিত নাই। কিন্তু যে জিনিসের জন্য আশৈশব পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি বিধি নির্ব্বন্ধে আজও তাহার সন্ধান পাইলাম না। মনে হয় সে স্বর্গীয় পবিত্র প্রণয় এ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ ও মরীচিকা মাত্র। পাগলের পাগলামী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল জীবনে কতকটা শান্তি প্রদানের আশায় তুমি আমায় একাগ্রচিত্তে বাক্‌দেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছিলে। নিজের শত সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া যেরূপ আনন্দে তুমি আমায় লেখনী ধরিতে শিক্ষা দিয়াছিলে এ দীনহীন অকৃতি অধম তোমার সে শিক্ষা ভুলে নাই।

কিন্তু পূর্ণ [redacted] এখনও হয় নাই। সে এখনও বহুদূর। তবে ভালবাসায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া তোমার শিক্ষাগুণে ভালবাসার মর্ম্ম যাহা কিছু বুঝিয়াছি তাহারই ফল এই আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস "মদালসা।"

তোমাকে বলা বাহুল্য উপবিলিখিত কারণ ব্যতীত সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশায় আমি এ পুস্তক লিখিতে বসি নাই; কারণ মহাকবি কালিদাস যথার্থই বলিয়াছেন ঃ—

"মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

কিন্তু ভাই তুমি প্রেমিক, প্রেমিকের নিকট প্রেমের আদর জানিয়াও এ দীনের উপর তোমার অকৃত্রিম স্নেহ-রাশি আছে বুঝিয়া ভরসা করিয়া মানস কাননের প্রথম উন্মুক্ত কলিকা তোমার চরণে আনন্দের সহিত অঞ্জলি দিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকার অঘ্রাত-সৌরভ গ্রহণ করিলে এ দাস চরিতার্থ হইবে।

টাকী শ্রীপুর,
সন ১৩০৬ সাল, ১লা বৈশাখ।

দীনহীন
তোমার স্নেহের ভাই
নরেন

বিনীত নিবেদন

যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ও ব্যস্ততাক্রমে এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে অনেক মুদ্রাঙ্কন প্রমাদ দৃষ্ট হইবেক। সুধিগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

৩২ নং ঘোষের লেন
কলিকাতা,
১৩০৬, ১লা বৈশাখ।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত
প্রকাশক।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

শত্রুজিৎ	... ...	নরপতি।
ঋতধ্বজ	... ...	ঐ পুত্র।
রাজসখা	... ...	যুবরাজের সখা।
গালব	.. ...	জনৈক মহর্ষি।
তম্বরু	... ...	বিশ্ববসু নামে গন্ধর্ব্বরাজের কুলগুরু।
মন্ত্রী	... ...	রাজমন্ত্রী।
সেনাপতি	... ...	রাজ সেনাপতি।
পাতালকেতু	... ...	জনৈক দানব।
তালকেতু	... ...	ঐ অনুজ ভ্রাতা।
কম্বল ও অশ্বতর	...	নাগরাজ দ্বয়।
সুশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা	...	অশ্বতর পুত্রদ্বয়।

সভাসদগণ, ঋষিগণ, দানবগণ, ঋষি বালকগণ, প্রহরীগণ, সেনানায়ক, সেনাগণ ও বনবাসিদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাণী	... ...	রাজমহিষী।
মদালসা	... ...	গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্ববসুর কন্যা ও (যুবরাজের ভাবী পত্নী)।
কুণ্ডলা	... ...	মদালসার ভগ্নী।
সুরভী	... ...	গোমাতা।
মুঞ্জরী	... ...	মদালসার সখি।

পরিচারিকা, প্রতিবেশীগণ, ঋষি বালিকাগণ, ঋষি পত্নীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।



মদালসা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা।

(রাজা, মন্ত্রী, রাজসখা, ঋষিবৃন্দ ও সভাসদগণ ইত্যাদি আসীন)

রাজা। সমাগত ঋষিবৃন্দে করি নমস্কার,
ভিক্ষা মম এই,—জীবনে মরণে,
ধর্ম্মে যেন রহে মতি ;
হেরি সংসারের গতি,
আকুল অন্তর মম ;
দেহ দিব্যজ্ঞান, যাহে জ্ঞানচক্ষু
হয় প্রস্ফুটিত, দেহ বুঝাইয়া ধর্ম্মনীতি,
যাহে মম হৃদয়ের তাপদূর হয়।

জ-ঋষি। হে ধীমান্!

ধর্ম্মে তব রবে মতি ;
হের ধরার মাঝারে
চলিছে অধর্ম্ম স্রোত—যাহে
কর্ত্তব্য বর্জ্জিত নরে!
"অহং"—জ্ঞানে আপনা বিস্মৃত,
জ্ঞানচক্ষু আবদ্ধ সবার ;
অনুক্ষণ ধর্ম্মে করি হেলা,
নরকের পথ করিছে প্রশস্ত সবে।

রাজা। কহ ঋষি!

কেন হেন দশা মানবের ?
কিবা হেতু ধর্ম্মে বিবর্জ্জিত ?

জ-ঋষি। বুঝহ প্রমাণ,—

"অহং"—"আমি",—আমার—"আমার সব",
এই জ্ঞানে আত্মহারা সবে,—
ভাবে মনে এসংসারে রব চিরদিন,—
সেই হেতু—কাম—ক্রোধ—লোভ—
মোহ—মদ—মাৎসর্য্যে—সদা করে উপাসনা,
খুলে যায় পাপের নয়ন!
জ্ঞানালোকে হৃদয়ে না হয় তমোনাশ।

রাজা। কহ মুনি!

কেমনে মানবগণে পাবে পরিত্রাণ ?

(দূরে গালবকে দেখিয়া) হের সভাস্থ সকলে,—নাহি জানি

কোন্ জন্ আসিছে সভায় ?

ভস্মে আচ্ছাদিত দেহ,
শিরে জটাভার, হেরি উৎকণ্ঠিত প্রাণ মন। .

দ্বি-ঋষি। হের মহারাজ!
যোগীবর গালব আগত,
(গালবের প্রবেশ)

রাজা। (উঠিয়া) হে ঋষিরাজ!
সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট আমার, তেঁই
তব পদরজঃ পড়িল এ দীনের আলয়ে,
কৃপা করি কর দেব আসন গ্রহণ।

গালব। স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি—
হও চিরজীবী। (আসন গ্রহণ)

রাজা। কহ দেব! কিবা কার্য্যে পবিত্রিলা
দরিদ্রের পুরী?
আমি অতি দীন হীন, কি দিয়ে করিব পূজা
ও পদযুগল, দেহ তত্ত্বজ্ঞান, যাহে
মোহের বন্ধন যায় টুটে,
মায়াঘোরে এ সংসারে ফিরি নিরন্তর,
কর্ত্তব্য কঠোর দণ্ড করিয়ে মস্তকে;
কৃপা করি দীন জনে কর হে করুণা।

গালব। মহারাজ!
জে'ন স্থির, ধর্ম্মবিনা এ সংসারে
নাহিক উপায়, ধর্ম্মে যার আছে মতি
তার নাহি সংসারেতে ভয়।
শুনহে রাজন!
বড় আশে এসেছি তোমার পাশে,

মম তপ—যপ— বৃথা হয়ে যায়,
করহ উপায়, যাহে ঋষিগণে
পায় পরিত্রাণ। দুরন্ত দানব এক
আসি মম আশ্রম সমীপে, ধরি
সিংহ—ব্যাঘ্র—করীর—আকার,
করিতেছে তপ বিঘ্ন সবাকার!
শক্তি মম আছে হে রাজন
নিপাতিতে দুরন্ত দানবে, কিন্তু
তাহে মম সর্ব্বনাশ হয় উপস্থিত!
কষ্টার্জ্জিত তপস্যার হবে তাহে ক্ষয়,
তাই করি ভয়—দানব দুর্জ্জয়ে
ভস্মীভূত করিবারে। কহি শুন অপূর্ব্ব
কাহিনী—একদা দানবপীড়নে হ'য়ে
শোকান্বিত, শূন্যপানে চেয়ে হৃদয়ের খেদে
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস এক, আচম্বিতে কোথা হ'তে
এল এক "হয়," সম্মুখে আমার—
পরক্ষণে হ'ল দৈববাণী—হের "হয়"
দিলাম তোমায় স্বর্গ—মর্ত্ত—পাতাল—
কিম্বা সলিল মাঝারে—যথা তথা
এই অশ্ব করিবে গমন, ভূমণ্ডলে
নাহি হেন জন, নিবারিতে তুরঙ্গমে।
যথা তথা গমন ইহার—
সেই হেতু "কুবলয়" নামে হইবে বিখ্যাত
ভুবন ভিতরে; শত্রুজিত রাজার কুমার,
ঋতধ্বজ নাম, শক্তিধর কুমার জিনিয়ে,

এই "হয়" প্রদানিবে তারে ;
অশ্বারোহী হইয়ে কুমার—
"কুবলাশ্ব" বলি পরিচিত হবে জনমাঝে ;
পরে শত্রু তব করিবে নিধন।"
যাও ত্বরা অশ্ব লয়ে রাজার সমীপে,
কহ গিয়ে বিবরণ সব, রাজা প্রেরিবে,
তনয়ে তবসনে, করিতে নিপাত,
দুরন্ত দানবে"। হে ধর্ম্ম-সেনাপতি
ব্রাহ্মণের পুরাও কামনা।

রাজা। ঋষিরাজ ! কি কারণে কিঙ্করে
এ কাতর মিনতি, এখনি পাঠাব
তনয়ে মম শত্রু তব করিতে নিপাত।

গালব। হে রাজধীরাজ !
যদি কৃপা করে দানিলে অভয়,
প্রতিদান কি করিব, আবদ্ধ রহিনু চির
কৃতজ্ঞতাপাশে,—করি আশীর্ব্বাদ,
জীবনে না দুঃখ পাবে তুমি,
রহিবে অন্তরে তব শান্তি নিরন্তর।

রাজা। যাও মন্ত্রী, ঋষিরে লইয়ে, বিশ্রাম আগারে ;
যাই আমি
তনয়েরে আজ্ঞা দিতে রণ যাত্রা হেতু।

(রাজা ও তৎপশ্চাৎ ঋষিগণের প্রস্থান)

প্র-সভা। ওহে ঠাকুর ! তোমায় হয় তো যেতে হবে ?

রা সখা। কোথায় ?

দ্বি-সভা। যুবরাজের সহিত যুদ্ধে যেতে হবে, প্রস্তুত হওগে।

রা-সখা। ও কি কথা বল! আমি যে ব্রাহ্মণীর নয়নের নিধি! বাম্‌নি আমায় না দেখ্‌তে পেলে অন্ধ হবে, আর তো আমার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ নাই। ঐ ব্রাহ্মণী টুকু আর আমি।

প্র-সভা। ভয় কি! যার কেউ নাই তাকে ঈশ্বর রক্ষা কর্‌বেন।

রা-সখা। দোহাই বাবা! বাম্‌নী মারা যাবে, আমি যেতে পার্ব্বোনা।

দ্বি-সভা। তবে তোমায় রাজা ভাল বাস্‌বেন না।

রা-সখা। কেন? কেন? রাজা ভাল বাসবেন্‌না কেন? তিনি তো আর আমায় যেতে বলেন নি?

দ্বি-সভা। তিনি বল্‌লেন বৈকি! একটু পরেই জান্‌তে পার্‌বে।

রা সখা। তোমাদের পায়ে পড়ি ঐ কথাটি বোলনা, তাহলেই আমি মারা যাব। আর আমার বাম্‌নীও ঘরশূন্য ক'রে চলে যাগ!

দ্বি-সভা। ভয় কি আমরা পাহারা দোবো। আমরাও দু একবার দিনের মধ্যে গিয়ে দেখে আসব।

রা-সখা। হুঁ হুঁ চাঁদ—মতলবটা কিছু বদ্‌ আছে দেখ্‌ছি?

প্র-সভা। ঠাকুর তোমার সে ব্রাহ্মণীকে—কেউ নেবে না ভয় নাই। উঃ ভারি তো রূপ! তার আবার অতো গুমর! তার কিরে ব্যাটা? আমার পরিবার কাল আছে, আছে! তোর কিরে ব্যাটা,—আমার কালই জগৎ আলো।

দ্বি-সভা। আরো যদি একটু বয়স কম হ'তো?

রা-সখা। তো ব্যাটাদের কি বল দিকি! আমার কা'ল থাকে কা'ল আছে! বুড়ি থাকে বুড়ি আছে, তাতে তোদের কি? তোদের কাছে তো রূপ যৌবন ধার কো'র্ত্তে যায় নি।

প্র-সভা। ঠাকুর! চট্‌ছো কেন?

রাজ-সখা। আহা ধনরে! কি কথাটী বোল্লে! চটছো কেন? তোমার মাগ নিয়ে নাড়া চাড়া করি দেখি, তুমি কি দুধের বাটি মুখে ধর?

প্র-সভা। চল ঠাকুর বেলা হয়েছে বাড়ী যাওয়া যাক্।

রা-সখা। হাঁ চল যাই, দেখ মাগ নিয়ে টানাটানি ক'রোনা? তাহলেই আমি ক্ষেপে কাম্‌ড়াব।

প্র-সভা। চল ঠাকুর যাই চল, বেলাও ঢের হ'য়ে গেছে।

(চারণগণের মঙ্গলগীত)

জয় জয় জয় গাও মঙ্গলগীত ভুবন ভরি।
দয়ার সাগর হের ধরা পরে
যার গুণগ্রাম ব্যাপ্ত চরাচরে
সুজন পালন দুর্জ্জন দমন জনত্রাণকারী।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিলাস কক্ষ।

(যুবরাজ ও সখা।)

রা-সখা। যুবরাজকে যেতে হচ্ছে যে!

যুব-রা। কোথায়?

রা-সখা। কেন কিছু শোনেন নি?

যুব-রা। না।

রা-সখা। তবে শুহুন্,—রাজসভাতে একজন ঋষি এসেছেন, তাঁর প্রার্থনা এই—এক দৈত্য এসে—বনমধ্যস্থ যোগীগণকে

নিত্যই বড় জ্বালাতন কচ্ছে, এমন কি, সাধনার বিঘ্ন হচ্ছে, তাই তিনি দেবাদেশে আপনাকে নিতে এসেছেন, আপনি ভিন্ন সে দৈত্যকে কেহই বধ কর্ত্তে পার্ব্বেনা!

যুব-রা। পিতৃ আজ্ঞা করিব পালন!

রা-সখা। যুবরাজ, আমি কিন্তু যেতে পাচ্ছি না।

যুব-রা। পশ্চাৎ করিব উপায়।

রা-সখা। উপায়,—নিরুপায়,—তবে আমি গরিব বাচ্ছা বলে, খালায।

যুব-রা। কহ সখা, এ সংসারে সুখী কোন জন?

রা-সখা। যুবরাজ, কথাটা জিজ্ঞাসা করবার অর্থ কি?

যুব-রা। সখা তুমি মম, তাই জিজ্ঞাসি তোমায়
এ সংসারে—শান্তি কিসে?

রা-সখা। ভাল করে উদর পরিপূর্ণ করা, আর গৃহিণীর হাসিমুখ দেখা।

যুব-রা। হা, হা, হা. অন্তরের কথা তব করিয়াছ ব্যক্ত এইবার।

রা-সখা। আচ্ছা তুমি তো ব্যাটাছেলে, তোমার দেহে যৌবনের পূর্ণবিকাশ দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই কেন?

যুব-রা। সখা! স্বেচ্ছায় কে চায়-বিকাইতে
হৃদয় আপন চিরদিন তরে।
বিবাহ! নারী!—কিবা প্রয়োজন?

রা-সখা। প্রয়োজন—বিলক্ষণ যতক্ষণ তার আস্বাদন বোঝা না যায়, ততক্ষণ কিঞ্চিৎ তুচ্ছ বোধ হয় বটে?

যুব-রা। সখা গৃহিণী তোমার কেমন বাসেন ভাল?

রা-সখা। ভাল বাসাবাসির মানে বুঝিনা! দরকার অনুযায়ী কাজ গুলি হলেই আমি সন্তুষ্ট থাকি, তবে গৃহিণী আমার খুব ধীরা, স্থিরা, সবে এই বছর ষোল বয়েস!

যুব-রা। সেকি ? যৌবনে কি হয়নি বিবাহ তব ?

রা-সখা। আজ্ঞে তা হয়েছিল, কিন্তু,—আমার অদৃষ্ট ভাল, তাই ত্বরায় আমায় ত্যাগ করে জন্মের মত চলে গিয়েছেন,—তৎপরে,—আবার নবীন গিন্নির বয়ান দৃষ্টিগোচর হ'ল, মনে কত আহ্লাদ হ'ল, আহা! এটিও যদি ত্বরায় বিদায় হন, তাহ'লে আর একটির মুখ দেখতে পাই! বরাৎ!

যুব-রা। সখা অদ্ভুত লালসা তব!

রা-সখা। যে আজ্ঞে, তা হতে পারে, কিন্তু কি জানেন, নারী জাতিকে যিনিই বিশ্বাস ক'রছেন,—তিনিই মরেছেন! তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, সেই জন্যেই ও যতদিন নূতন থাকে তত দিনই ভাল, যত পুরোণো হয় ততই তেতো হ'তে থাকে।

যুব-রা। কেমনে জানিলে সখা, অবিশ্বাসী নারী ?

রা-সখা। হায়! সে কথা আর কি বল'ব, প্রথমে আমার যে গিন্নি হয়েছিল, তিনি যেন পটের ছবিখানি ; কিন্তু বাবা! ঠাকুরুণের গুণের কথা বল্‌তে গেলে মহাশয়ের আক্কেল দাঁত আদ বুরুল বেড়ে উঠ্‌বে। আমারও দেহ ক্রমে শিথিল হয়ে আস্‌বে। যুবরাজ! যুবরাজ! মহারাজ আস্‌ছেন আমি সরলুম।

(মহারাজের প্রবেশ)

মহা-রা। বৎস!

যেতে হবে শত্রু দমনের তরে—
সেই হেতু অসময় এসেছি হেথায়।

আশ্রিতা মহর্ষিগণে দুরন্ত দানব এক
তপে বিঘ্ন করে নিরন্তর, এসেছে
সভায় মম যোগীবর এক,
অগোচর নহেত ঘটনা তব ;
শুনিয়াছি দৈববাণী অত্যাশ্চর্য্য
অশ্বের কাহিনী। যাও পুত্র,
দুরন্ত দানবগণে করিয়া নিধন
বাড়াও বংশের মান, করো মুখোজ্জ্বল ;
মম আশ্রিতেরে রক্ষা করা
কর্ত্তব্য রাজার ; রাখ মান—
ধর ধনুর্ব্বাণ, লহ তীক্ষ্ণধার অসি,
উঠ দেবদত্ত অবিরাম গতি, অশ্বোপরে—
যাও বৎস ; এস ত্বরা সমর করিয়া জয়।

যুব-রা। রাজন !
এ দেহ সৃজন, মাত্র তব
আজ্ঞা পালনের হেতু ;
তাতঃ ! এখনি যাইব আমি দানব দলনে
কৃপায় তোমার এসেছি এ ধরা ধামে,—
তব কার্য্যে দানিব জীবন,
সন্তানের এ হ'তে সৌভাগ্য কিবা ?
দেহ আজ্ঞা অস্ত্র শস্ত্র প্রদানিতে মোরে,
যাব আমি বিলম্বে কি ফল।

রাজা। বৎস ! মম ভাগ্য কহা নাহি যায়
যাহে তোমা হেন সন্তানেরে ধরিয়াছি কোলে।

এস বিদায় লইতে তব জননী সদনে,
যাই আমি রাজ সভা মাঝে।　　　(প্রস্থান)

(রাণীর প্রবেশ)

যুব-রা। মাগো! প্রণাম চরণে, দেহ পদধূলি
যাব রণ হেতু ;—দেহ বিদায় আমায়
রণ জিনি পুন আসি হেরিব চরণ ;
ভাগ্য মম কহা নাহি যায়
আজি সুপ্রভাত মম, পিতৃ-কার্য্য
করিব উদ্ধার ; দেহ বিদায় জননী।

রাণী। একান্ত কি যাবি ছেড়ে জননীরে তোর ?

যুব-রা। মাতঃ! রাজরাণী তুমি, প্রজা তব
করিছে রোদন, তাহে নাহি
ব্যথা লাগে হৃদয়ে তোমার ?
তারা কি সন্তান নহে তব ?
মম সম তারাও সবাই—
দেহ আজ্ঞা ত্বরা, উৎকণ্ঠিত সবে
রাজসভা মাঝে যাব ত্বরা আমি,
বিলম্ব করোনা আর।

রাণী। ওরে কেমনে বিদায় দিব তোরে,
ক্ষণেকের তরে না হেরিলে বয়ান তোমার
চারিদিক শূন্যময় হয় জ্ঞান,
বৎস! মাতার বেদনা কভু সন্তানে কি বুঝে ?

যুব-রা। জননী! বৃথা কেন কর খেদ ?
পুত্র হয়ে কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ যে জন
নরত্বের পরিচয় কেমনে সে দিবে!
পিতৃবাক্য করিলে হেলন, নরকে নাহিক স্থান।

রাণী। বৎস যাও রণে, করিব না মানা আর,
ওমা গিরীশ-নন্দিনী! তব পদে সন্তানে দিনু গো ডালি.
রক্ষা করো কৃপা করি, রণে বনে অরি-কুল মাঝে।

(জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি-চা। যুবরাজ! দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুণ। মহারাজ আপনাকে সত্বর রাজসভায় যেতে আদেশ করেছেন, সেই সংবাদ লইয়া দ্বারদেশে দূত অপেক্ষা কচ্ছে।

যুব-রা। মাতা প্রণাম চরণে দেহ বিদায় তনয়ে তব।

রাণী। এস বৎস করি রণ জয় ?
(স্বগত) ওগো ভগবতী তনয়েরে সঁপে দিনু পদে।
ফিরে দিও অভাগীর নিধি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(রাজা, গালব, ঋষিগণ, সভাসদগণ, রাজসখা ও রণবেশে যুবরাজ)

রাজা। হে দেব!
সঁপিনু তোমার পদে কুমার আমার,
রক্ষা ক'রো বিঘ্নদূর করি,

বংশে মম নাহি কেহ আর
রাখিবারে মম নাম। দেখো যেন
ফিরে পাই কুমার আমার।

গালব। হে নৃপতি মম বাক্য মিথ্যা কভু নয়,
দেবের প্রসাদে শত বিঘ্ন যাবে
দূর হয়ে, পুত্র তব জিনিবে সমর।
তব ভাগ্য কহা নাহি যায়,
দেব-কার্য্যে প্রেরিলে সন্তান
নাহি তব ভয়—দেবগণ হইবে সহায়,
কৃপায় তোমার ঋষিগণ পাবে পরিত্রাণ।

রাজা। দূত!
যাও ত্বরা যুবরাজে কর আনয়ন।

দূত। যথা আজ্ঞা, (প্রস্থান)

রাজা। কহ সেনাপতি সৈন্যগণ প্রস্তুত সকলে?

সেনা। মহারাজ! সুসজ্জিত সৈন্য সমুদয়;

রাজা। সেনাপতি সাবধানে রক্ষা ক'রো যুবরাজে;
দেখ যেন কুমার আমার হয় না সহায় হীন।

সেনা। যতক্ষণ ধমনীতে বহিবে শোণিত,
তাবৎ না শত্রুগণ স্পর্শিবে কুমারে।

যুব-রা। পিতা! দাও এবে বিদায় আমায়,
যাই আমি শত্রুনাশ হেতু।

রাজা। যাও পুত্র, এস ত্বরা রণ-জয় করি।

(মস্তক স্পর্শ ও মুখচুম্বন।)

যুব-রা। হে তাপস! নমি তব ও পদযুগলে।

গালব। সুখী হও হে কুমার করি শত্রুনাশ
এবে আসি মহারাজ।

রাজা। যুবরাজ! ঋষিবৃন্দে কর নমস্কার,
যাহে তব শত্রু হবে ক্ষয়।

যুব-রা। গুরুজন পদে নমস্কার,
আশীষ সকলে, যাহে পিতৃসত্য
করিয়া পালন হাসিমুখে ফিরি ঘরে পুনঃ॥

ঋষি-বৃ। করি আশীর্ব্বাদ সবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক তব।

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি)

যুব-রা। শুনি দুন্দুভিধ্বনি, সৈন্যগণ প্রস্তুত সকলে,
বিদায় চরণে তাত।

রাজা। এস বৎস!
হে শঙ্কর! রক্ষা ক'রো দুলালে আমার।

(রাজা, যুবরাজ ও ঋষিগণের প্রস্থান।)

প্র-সভা। ও ঠাকুর! তুমি সেজে গুজে নিয়েছ তো?

রা-সখা। ও বাবা! আবার সেই কথা, দোহাই বাবা তোমার পায় পড়ি দাদা, আমায় ছেড়ে দাও, আমি গরিব ব্রাহ্মণ আমায় ছেড়ে দাও, বাণের ঠন্‌ঠনি, তরবারির ঝন্ ঝনানি, এসব শুনা কি আমাদের কর্ম্ম? আমি হুতোশে মারা যাচ্ছি, আর যেখানে গেলে তো আর রক্ষা নাই।

দ্বি-সভা। বলি ঠাকুর! ভিতরের কথাটা কি বলদিকি; যা বল্লে তা কিন্তু ঠিক মনে লাগছে না। বাম্‌ণীর জন্যে মনটা ধুক্ ধুক্ ক'চ্ছে না ঠাকুর?

রা-সখা। বলি মশাই তোমাদের পায়ে পর্য্যন্ত পড়লুম, এতেও ব্রাহ্মণের ছেলেকে ছেড়ে দেবেনা ? আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি ? গরিবের আছে একটি মেটে কলসী—তাতে বাবা ঢিল মারা কেন ? যদি দৈবাৎ ভেঙ্গে যায় তাহ'লে এ ব্রাহ্মণের আর উপায় নাই।

প্র সভা। ঠাকুর ! তোমার কলসী তো কাঁচা নয় যে ঢিল মাল্লেই বিঁধে যাবে, তোমার ও কলসীর মাটি একদম্ পোড়া ওর দিকে কেউ নজর দিচ্ছেনা। সে যাহা হো'ক যুবরাজের সাথে যেতে হ'চ্ছে।

রা-সখা। আহা হা—হা—হা—তোমরা যে বড়ই জ্বালাতন কল্লে, এ বামুনকে আর এখানে টিকৃতে দিচ্ছনা, আমি যুবরাজকে গিয়ে বলি, দেখি তিনি কি বলেন।

প্র-সভা। না ঠাকুর ! না ঠাকুর ! অমন কাজ ক'রোনা, তা হলে আমাদের এখান থেকে অন্ন মারা যাবে, ঠাকুর তুমি বড় রগুড়ে লোক তাই তোমার সঙ্গে একটু আমোদ করি ; ঠাকুর তবে চল যুবরাজ যুদ্ধে যাচ্ছেন দেখা যাক গিয়ে।

রা-সখা। সোজা কথা বল, দেখিগে চল।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের সম্মুখ।

(সৈন্যগণ ও সেনাপতি।)

সেনা-প। হে বীরবৃন্দ!
আজিকার দিনে ভাগ্য মোসবার
হল সুপ্রসন্ন,—
যুবরাজ যাইবেন নিপাতিতে অরি,
প্রাণ উপেক্ষিয়া কর সবে রণ,
যাহে অরিকুল হয় পরাজয়।

সেনা-গ। জয়! জয়। নৃপতির জয়, কিবা ভয়,
পরাজিব দুরন্ত দানবগণে,
বাহুবল দেখিবে মোদের,—
জানিবে মনেতে স্থির,
হেন যোধগণ সনে যুদ্ধ কভু না হইল।
হের আসিতেছে যুবরাজ,—

(বেগে যুবরাজের প্রবেশ সৈন্যগণের তরবারি উন্মোচন)

যুব-রা। শুন শুন ওহে যোদ্ধগণ,
আজি মহাকার্য্য মমোপরে,
উৎসাহে মাতহ সবে;
কর দুন্দুভি নিনাদ, চল চল শক্রর সমীপে
দেখাও অসির খেলা, মেঘে যেন বিজলি চমকে,
মার বাণ লোমে লোমে,
যেন কেহ নাহি পায় পরিত্রাণ।

বীর রক্ত হৃদয়ে সবার কর উত্তেজিত !
বাঁধ কটিতটে তীক্ষ্ণধার অসি,
ধর ধনু, লহ তূণ পূর্ণ করি বাণে !
কেশরী বিক্রমে শত্রু কর আক্রমণ !
যুদ্ধ জিনি আসিব নিশ্চয় ;
ঋষিগণ সবে সন্তাপিত প্রাণ !
অত্যাচারে উৎপীড়িত সবে ;
মহাশত্রু হইলে নিপাত—
গাবে সবে জয়গান ভুবন ভরিয়া।

সৈন্য-গ। জয় ! জয় ! কুমারের জয় !
চল ত্বরা অরিকুল করিব নির্ম্মূল।

যুব-রা। ক্ষত্রিয় সন্তান মোরা
ধনু অস্ত্র হৃদয়ের আভরণ ;
কি ছার দানব দল, বিনাশিব মুহূর্ত্তেকে।

সৈন্য-গ। জয় জয় নৃপতির জয় !

যুব-রা। চল তবে ভ্রাতাগণ বিলম্বে
কি ফল, রণ জয় হইবে নিশ্চয়,
আন দেবদত্ত "হয়"—হইয়া সোয়ার
দেখাব অস্ত্রের খেলা আজিকার রণে।

সৈন্য-গ। জয় জয় নৃপতির জয়।

যুব-রা। সত্যে বদ্ধ হও সবে,—
ভীরু সম না পালাবে শত্রুরে হেরিয়া !
দিওনা কলঙ্কভার বীর-কুলোপরে !
যদি রণে হয় পরাজয়—

না ফিরিব রাজ্য মুখে আর,
রণভূমে দিব আজি প্রাণ বিসর্জ্জন !

(গালবের প্রবেশ)

গালব। চল বৎস ! বিলম্ব কি হেতু ?

যুব-রা। হে আরাধ্য দেবতা !
হের সাজিয়াছি রণ সাজে,
বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন ;
দেব কৃপায় তোমার
পিতৃ আজ্ঞা করিব পালন ;
দাও হৃদে বল,
যাহে দুর্দ্দান্ত অরিরে তব করিব নিপাত।
যদি রণে হারাই জীবন,
পিতৃপদ এ জীবনে সেবিতে না পাব,
এ নয়ন মাতৃমুখ দরশনে হইবে বঞ্চিত
স্নেহভরা মাতার বচন শুনিতে পাবনা আর।
ঋষিরাজ ! ফিরি যেন সমর জিনিয়া।

গালব। হে কুমার ! ত্যজ শঙ্কা—
বাঞ্ছা তব হবে পূর্ণ জানিও নিশ্চয় ;
চলহ সত্বর বিলম্বে বিপদ বড় !

সকলে। জয় জয় নৃপতির জয় !
কি ভয় ! কি ভয় ! রণে—দুরন্ত
দানবে সবে করিব নির্ম্মূল।

(প্রস্থান)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গালবাশ্রম।

(গালব ও যুবরাজ)

গালব। যুবরাজ এই আমার আশ্রম, রাজোচিত উপহার যোগ্য কোন বস্তু এখানে নাই, তোমায় কি দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রব ?

যুব-রা। হে ঋষি! লজ্জা নাহি দেহ দাসে ?
আমি পুত্র তুল্য তব, আমা হেতু
বৃথা কেন হতেছ চঞ্চল!
এ আশ্রম গৃহ সম মম।
আহা! কি সুন্দর প্রকৃতির শোভা!

গালব। তোমায় দেখ্‌বার জন্য ঋষিবৃন্দেরা স্বশিষ্যে আসছেন।

(ঋষিগণের প্রবেশ)

যুব-রা। প্রণিপাত করে দাস ঋষিবৃন্দপদে!
দেহ পদছায়া—
যাহে তোমা সবাকার বিঘ্ন দূর করিবারে পারি।

ঋষি-বৃ। করি আশীর্ব্বাদ সবে, হও তুমি শত্রুজয়ী।
ধ্যানের সময় হ'লো এবে, আসি মোরা সবে।
পশ্চাতে করিব দেখা। (ঋষিগণের প্রস্থান)

গালব। রাজপুত্র! ক্ষণেক বিশ্রাম কর, দুষ্ট দানব এখনই আসবে, ঐ দেখ, কত বালক বালিকাগণ আস্‌ছে। তুমি তাদের সঙ্গে একটু সদালাপ কর, আমি সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করি।

(প্রস্থান)

(গান করিতে করিতে ঋষিবালক ও বালিকাগণের প্রবেশ ও গীত)

ঋ-কু-গ। মরি মরি কত ফুল ফুটেছে আজ কাননে।
ঋ-বা-গ। কেন হেরি হাসি রাশি ফুল রাণী আননে।
ঋ-কু-গ। বহিছে মলয় বায়,—মনসুখে পাখী গায়,
ঋ-বা-গ। আনন্দে বিভোর সবে, ঢলি ঢলি পড়ে গায়।
ঋ-কু-গ। তোল ফুল ডালি ভরে গাঁথ মালা থরে থরে।
ঋ-বা-গ। উপহার দিব সবে যুবরাজ করে।
ঋ-কু-গ। মোরা দিব ফুল মনোমত,
ঋ-বা-গ। মোরা দিব হার পারি যত,
সকলে। দেখি কারা হারে কারা জিনে আজিকার ফুলরণে।

যুব-রা। আহা কারা এ বালক বালিকা! কি সুন্দর গান গাইছে।

জ-ঋ-কু। আয় ভাই যুবরাজের কাছে যাই,

সকলে। চল যাই!

যুব-রা। এস এস ভ্রাতা ভগ্নি সবে,

ঋষি-কু। হ্যাঁ রাজকুমার, তুমি আমাদের এখানে থাক্‌বে?

যুব-রা। থাক্‌ব বই কি?

ঋষি-বা। মহারাজ! ফুল নেবে?

যুব-রা। তোমরা আমায় ফুল দেবে ?

ঋষি বা। আমরা দেব,

ঋ-কু-গ। আমরাও দেব !

যুব-রা। বিবাদ করোনা ! আন ফুল সবে
ন'ব ফুল সবার নিকট হ'তে।

সকলে। আচ্ছা আমরা ফুল তুলে আনি।

(প্রস্থান)

যুব-রা। উদ্যানে ফুল ফোটে, বনেও ফুল ফোটে, কোন্‌টী সুন্দর ? কোন্‌টী প্রকৃতির লীলার অপূর্ব্বতার পরিচয় দিচ্ছে ? বাগানের ফুল অপ্রাকৃতিক—আর বনের ফুল প্রাকৃতিক আরও সুন্দর ! এই জীবন্ত ফোটা ফুলগুলি বনের ভিতর হাসি মুখে ছুটে বেড়াচ্ছে ! যেন সরলতার অপূর্ব্ব ছবি স্বভাবের সনে খেলা কচ্ছে। জগদীশ ! তোমার লীলা-খেলা দেখ্‌লে মন আর ঘরে থাক্‌তে চায়না। এমন সুখের স্থান থাক্‌তে মানবগণ কেন সংসার জালে আবদ্ধ হয় ?

(ঋষি বালক ও বালিকাগণের পুনঃ প্রবেশ)

গীত।

ফুল হার ধর করে মোসবার উপহার ;
আদরে গলায় পর হেরি শোভা অনিবার।
এনেছি তুলিয়া ফুল,
হেরি প্রাণ হয় আকুল,
ফুলহারে প্রাণ হরে হৃদি হয় আকুল ;
চেয়ে আছে তব আশে হের ফুলকুল।

ঋ-বা-গণ। যুবরাজ! এই ফুল পর।

ঋ কু-গণ। আর আমাদের হার ধর,

যুব-রা। তোমরা পর্‌বেনা?

জ-ঋ-বা। না তোমায় পরাই, দেখি কেমন দেখায়!

যুব-রা। আচ্ছা ভাই তোমরাও প'র, আমিও পরি।

ঋ বা-গণ। দাঁড়াও তোমায় আগে পরিয়ে দি।

(হার গলায় দেওন)

ঋ-কু-গণ। আমরাও তোমাকে সাজিয়ে দি।

যুব-রা। এস তোমাদের সবাইকে আমি একে একে পরিয়ে দি।

ঋ-বা-গণ। চল্ ভাই! বাড়ীতে গিয়ে আমরা মাকে দেখাইগে, যে রাজা আমাদের কেমন সাজিয়ে দিয়েছে।

জ ঋ-বা। হ্যাঁ ভাই! এখন আমরা আসি, আবার আমরা আস্‌বো।

গীত।

সখা সাথি মিলি সবে সেজেছি কেমন রে।
ফুলহারে সাজিয়ে দেছে যুবরাজ আদরে।
দেখাবো মায়েরে মোরা,
ফুলহার চিত হারা,
চল চল চল সবে নেচে চলে যাই।
উল্লাসে উৎফুল্ল হ'য়ে কানন মাতাই রে।

(প্রস্থান)

যুব-রা (স্বগত) আহা! কি সুন্দর বন শোভা!
বহিছে মলয়ানিল, সুখে পাখী গায়,

শাখা পরে মনোসুখে ময়ুর ময়ূরী
বসে আছে উজ্জ্বলি কানন !
জীবনে এমন শোভা হেরিনি কখন,
হেথা নাহি সংসারের কোলাহল,
প্রকৃতির মোহন-মূরতি, বিকাশিছে
মনোহারী শোভা ! কি যেন কি নব ভাবে,
অন্তর আমার করিছে আকুল !
হেন নবভাব কখন না উদিয়াছে
অন্তরে আমার, আশা মনে উদিছে সতত
কি যেন কি পাইতে আমায়।
হে ধাতা ! ধন্য তব কর্ম্মস্রোত ভবে,
নাহি জানি কার তরে প্রাণ বিচঞ্চল।

(গালবের প্রবেশ) ।

গালব। হে কুমার ! আসিয়াছে দুরন্ত দানব—
এস ত্বরা কর আক্রমণ।

যুব-রা। কোথা সেই দুষ্ট দেহ দেখাইয়া।

গালব। আছে অরি কুটীর পশ্চাতে,
এস ত্বরা !

যুব-রা। চলুন সত্বর।

(তূণ হইতে বাণ উন্মোচন করিয়া বেগে প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রমের অপর পার্শ্ব।

(ঋষিগণ, শিষ্যগণ ও শূকরবেশে দানব)

ঋষি-গণ। হায় হায়! কি উপায় হবে, শত্রু সম্মুখীন, কিন্তু রাজকুমার কোথায় ?

জ-ঋষি। গুরুদেব যুবরাজকে নিয়ে আস্‌ছেন, ভয় নাই, এখনই শত্রু নিপাত হবে।

(দানব, ঋষিগণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত)

(পশ্চাৎভাগ হইতে বেগে রাজকুমার ও গালবের প্রবেশ)

গালব। হের বীরবর! এই সেই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন
আসিয়াছে শূকরের বেশ ধরি,
মার বাণ বক্ষ মাঝে,
বধ ত্বরা পাপিষ্ঠ অরিরে।

যুব-রা। হের ঋষিবর! রিপু তব মুহূর্ত্তেকে,
করিব নিধন।
আরে কৃতঘ্ন পামর যাও যমপুরে।

(বাণ নিক্ষেপ ও তৎপশ্চাৎ যুবরাজের গমন)।

গালব। এতদিনে দুরন্ত দানব হস্তে পাব পরিত্রাণ,
কিন্তু প্রাণে মম আতঙ্ক ভীষণ
একা গেল যুবরাজ শত্রুর সমীপে,
কি হয় না জানি, ভয়ে মম অন্তর আকুল!

জ-ঋষি। গুরুদেব!

ত্যজ, চিন্তা দেবের প্রসাদে—
কুমার জিনিবে রণ না কর সংশয়।

(জনৈক শিষ্যের প্রবেশ)

গালব। কহ বৎস! কোথা যুবরাজ?

জ-শিষ্য। গিয়াছেন শত্রুর পশ্চাতে।

গালব। কহ কি দেখিলে সমরের ভাব?

শিষ্য। হে দেব! কি কহিব যুদ্ধ বিবরণ,—

সিংহ যেমন আপন শিকার দেখ্‌লে দ্বিগুণ উৎসাহে তাকে আক্রমণ করে, সেইরূপ যুবরাজ শূকরাকার দৈত্যাধমকে আক্রমণ কল্লেন, সেই সময়ে তাঁহার মূর্ত্তি অতি ভীষণ হইল, বাণমুখে যেন কালানল জ্বল্‌তে লাগ্‌ল; যখন তীর ত্যাগ করলেন সে সময় বনমধ্যস্থ জীব জন্তু সকলেই যেন ভয়ে মৃতপ্রায় হইল, সেই দানব প্রহারেঁ জর্জ্জরিত হ'য়ে নিবীড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ কল্লে. যুবরাজ পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেগবান অশ্বকে চালনা কল্লেন, কিঞ্চিৎপরে উভয়েই অদৃশ্য হইলেন।

গালব। ঋষিগণ!

এস সবে, করি মোরা মঙ্গল সঙ্গীত,
যাহে কুমার জিনিবে রণ।

(ঋষিপত্নীগণের প্রবেশ)

ঋ-প-গ। জয় জয় দুর্গতি নাশিনী,
দীন দুঃখ হারিণী, তারিণী তারা।

(ঋষিগণ ও ঋষিপত্নীগণের গীত)

ঋ-গণ। জয় জয় শঙ্কর পরম ঈশ্বর
আশুতোষ হর দুর্গতি।

ঋ-প-গণ। জয় ভবেশ জায়া দেহ পদছায়া
তা'র মা ভগবতী।

ঋ-গণ। করুণা সাগর শশাঙ্ক শেখর
আশ্রিত চরণে দীনজন।

ঋ-প-গণ। ওমা পতিত পাবনী জয় মা হররাণী
অভয় দানি রাখহ জীবন।

ঋ-গণ। রক্ষ কৃপা করি, বিপদ সাগরে তরী
ওহে ভব জন ভয় হারী।

ঋ-প-গণ। মাগো হর-ঘর-বাসিনী, শঙ্কট নাশিনী
কৃপা কর হে করুণা করি॥

(উভয়ে) জয় শঙ্কর শঙ্করী গাও নাম প্রাণ ভরি।
সব বিঘ্ন দূরে যাবে জীবনের হবে গতি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনমধ্যে শিবির।

(সেনাপতি ও সৈন্যগণ)

সেনা প। কহ সৈন্যগণ কি উপায় করি,
যুবরাজ গিয়েছেন অরির পশ্চাতে,
নিঃসহায় একেলা যুবক,
যদি রণে ঘটে কোন অমঙ্গল তাঁর,
রাজপুরে কেমনে ফিরিব!
মহারাজে কি কহিব, যুক্তি কিবা
কহ হে সত্বর ?

জ সৈন্য। দোষ কিবা মোসবার তাহে,
না লইলে তিনি সাথে কেমনে যাইব ?
আজ্ঞাবাহী দাস মোরা তাঁর ;
আজ্ঞায় তাঁহার দিতে পারি প্রাণ,
কিন্তু অনুমতি বিনা কেমনে হইব সাথি।

সেনা-প। হেন বাণী না কহিও পুনঃ কারো সনে,
হাসিবে সকলে শুনি তব কর্ত্তব্য-কাহিনী।

জ-সৈন্য। কেন, কিবা হেতু হাসিবে সকলে ?

সেনা-প। আসিয়াছ যুবরাজ সহ, কহ কিবা হেতু ?

জ-সৈন্য। যুদ্ধ হেতু এসেছি সকলে!

সেনা-প। তবে কি হেতু রয়েছ হেথা ছাড়িয়া তাঁহারে,
কহ কি দিবে উত্তর ?

জ-সৈন্য। উত্তর আমার—না লইলে সাথে
কেমনে হইব সাথি,

সেনা-প। কর্ত্তব্য কাহার বেশী, তাঁর কি তোমার ?

জ সৈন্য। রহিয়াছে অগণিত অনীকিনী।
তবে—কি কারণে দিতেছ লাঞ্ছনা একেলা আমায় !

সেনা-প। তোমা সম নহে কেহ বাক পটু,
কৈ দেখাইতে পারে অপর জনেক
তোমা সম অজ্ঞান অবোধ।

অ-সেনা। সেনাপতি ! কেন কর বৃথা বাক্য ব্যয়,
চল দেখি কোথা যুবরাজ,
এই স্থানে নিস্তব্ধেতে রহিয়া কি ফল।

সেনা-প। চল যাই, দেখি, যদি তত্ত্ব কিছু পাই তাঁর।

(দুইজন বনবাসীর প্রবেশ)

সেনা-প। তোমরা কোন্ দিক্ হ'তে আস্‌ছ ?

প্র-ব-বা। আমরা এই দিক থেকে আস্‌ছি,—
যাব নগরের মাঝে।

সেনা-প। এদিকে একটী রাজপুত্রকে যেতে দেখেছ ?

দ্বি-ব বা। দেখিছি, একটা দৈত্যকে তেড়ে যাচ্ছেন,

সেনা-প। আমাদের দেখিয়ে দিতে পার, কোন্ পথে তিনি গিয়েছেন ?

প্র-ব-বা। না, না, আমরা অনেক দূর যাব, মিছে দেরি ক'র্ত্তে পার্ব্বনা।

সেনা-প। আচ্ছা আমাদের দেখিয়ে দাও, তোমাদের কিছু অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি।

প্র-ব-বা। টাকা দেবে? এস দেখিয়ে দি ;

সেনা-প। দেখাও সত্বর
কহ কোন দিকে যুবরাজ গিয়েছেন চলে ?

প্র-ব-বা। এই পথে গিয়েছেন,—দাও টাকা দাও।

সেনা-প। রহ স্থির দিব অর্থ,
কৈ কাহাকেও না দেখি হেথা !

প্র-ব-বা। সেকি তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে! দাও আমার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—দাও !

সেনা-প। নাহি কর জ্বালাতন, দেহ দেখাইয়ে
কোথা যুবরাজ,—নহে নাহি দিব অর্থ।

দ্বি-ব-বা। ওহে এই আমার সাথে এস আমি দেখিয়ে দেব, ওর কি কাজ !

সেনা-প। চল দেখাও কোথায়?

দ্বি-ব-বা। আগে টাকা দাও।

সেনা-প। আরে নরাধম !
প্রবঞ্চনা করিছ কি আমাদের সনে ?

দ্বি-ব-বা। বাবা গরম হয়োনা, তা'হলে সব ফস্‌কে যাবে।

সেনা-প। ত্বরা দেখাইয়ে দেহ পথ,
নহে বধিব জীবন তোর।

দ্বি-ব-বা। আর বধা বধিতে কাজ নাই, এস দেখ্‌য়ে দি।

(কূপ সন্নিকটে গমন)

এই এরি মধ্যে তোমাদের রাজা গিয়েছেন, দাও টাকা দাও!

সেনা-প। আরে ধূর্ত্ত, মিথ্যা কথা কহ মোর সনে,
কি উপায়ে প্রবেশিবে কূপের ভিতর !

প্র-ব-বা। [illegible]র ও ঠাকুর শোননা, এই দেখ ঘোড়ার খুরের দাগ, [illegible] টাকা দাও—সন্ধ্যা হ'য়ে এ'ল !

সৈনা-প। সত্য এইত অশ্বের পদ চিহ্ন !

দ্বি-ব-বা। এই দেখুন হেথায় শোণিতের চিহ্ন রয়েছে।

সেনা-প। তাইত এখন কি করি, বোধ হয় দৈত্য তাঁকে এই কূপের ভিতর নিয়ে গিয়েছেন।

প্র-ব-বা। দাও টাকা দাও, বেটাকে কাপড় কিনে দেব, বেটীকে পুতুল কিনে দেব। দাও টাকা দাও।

সেনা-প। অরে ধূর্ত্ত পালা হেথা থেকে,
নহে তোর বধিব জীবন—

(অসি উন্মোচন)

দ্বি-ব বা। ওরে পালারে,—মাল্লেরে—মাল্লেরে—পালা।

প্র-ব-বা। ইঃ—ইঃ—বেটা ফাঁকি দিলেরে !

(উভয়ের পশ্চাৎ দেখিতে দেখিতে পলায়ন)

সেনা-প। উপায় না দেখি আর !
সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, চল যাই যোগীর
আশ্রমে, কহি তাঁরে সবিস্তার,
দেখি তিনি কি দেন উত্তর !

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন।

রাজসখা ও সেনাপতি।

রাজ-স। হায়! হায়! আমি কেন মত্তে এখানে এলুম, এতক্ষণ ব্রাহ্মণী আমার কি কচ্ছে না জানি, কর্‌বে আর কি, সুন্দরী নারী ঘরে রেখে এলাম, ফিরে গিয়ে যদি দেখ্‌তে পাই তা হলেই বরাত জোর! বলি সেনাপতি মশাই! বাড়ী ফিরে যাবেন তো না এইখানেই পড়ে হা-হুতাশ ক'ত্তে থাক্‌বেন্?

সেনা-প। যুবরাজের সন্ধান না পেলে কেমন করে দেশে ফির্‌ব?

রাজ-স। বাবা! তা হলেই ত আমার দফা রফা, এক রাত্ বাড়ী ছাড়লে ব্রাহ্মণী আমার পাড়া তোল্‌পাড় আরম্ভ করে দেয়। বাবা! রাজা রাজড়ার সঙ্গে যে শালা বন্ধুত্ব করে সে শালা আদত শালা! কি করি পথ তো চিনি না! উপায় কি?

সেনা-প। ওহে ঠাকুর! কোন্ পথে গেলে তাঁর সন্ধান পাব?

রাজ-স। দোহাই তোমারা আর পথের কথা তুলো না, তা হলে এইখানে গলায় দড়ী দেব; হায় হায় আমি বন্ধুত্ব দেখাতে বনে এলেম, ব্রাহ্মণী তুমি আমার আঁধার ঘরের মাণিক, তুমি আঁধার ঘরেই থেকো, আলোতে গেলে আমি আর প্রাণে বাঁচ্‌বো না।

সেনা-প। কি বক্‌ছ?

রাজ স। বক্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু,—এত আর সানান তলোয়ারের পিরীত নয়. এ একটু মোলায়েম রকমের, তুমি কোত্থেকে বুঝ্‌বে বল, কেবল মানুষের মাথা কেটে বেড়াও বৈত নয়, পিরীতের খোঁজ কোত্থেকে রাখ্‌বে বল ?

সেনা-প। ঠাকুর আমারও পরিবার আছে, কিন্তু তোমার মত অত উন্মাদ হইনি, আমরা কর্ত্তব্য বুঝি, যার অন্নে প্রতি-পালিত, তার কার্য্যে প্রাণ দেব।

রাজ-স। বেশ বাবা, তুমি খুব প্রভুভক্ত চাকর, বাবা আমি ত তা নই, সুতরাং, ভক্তি অতটা গড়াইনি, সে যাহা হউক পথ বলে দাও, বাড়ী যাই, তোমরা প্রাণ দিয়ে তোমাদের মণিবের কল্যাণ কামনা কর।

সেনা-প। ঠাকুর তুমি তো বেশ লোক !

রাজ-স। লোক আমি খুব খাঁটি লোক্ তবে কিনা নিস্বার্থ প্রেমটুকু শিখিনি, যদি আমার কিছু স্বার্থ থাক্‌ত তা হ'লে তোমার মত প্রভুভক্ত হতুম। নিস্বার্থ ভক্তি দেখাতে গিয়ে বনে পড়ে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ না হয়। যা'ক বাবা আর কথায় কাজ নাই, তুমি পথ দেখ, আমি মরি বাঁচি দেশে ফিরি আর যদি এমন কাজ করি তো আমি বাপের কুপুত্র।

(গমন উদ্যত)

সেনা-প। ঠাকুর শোন না ?

রাজ স। আর শোনা শুনিতে কাজ নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক



পাতালপুরী—মন্দির সংলগ্ন উদ্যান।

(মদালসা ও কুণ্ডলা।)

মদা-ল। ভগিনি!

মোর তরে কেন দুঃখ পাও অকারণ?
মম ভাগ্যে সুখরবি না উদিবে আর,
আশা আর নাহিক আমার,
এ জীবনে হেরিব না আত্মীয় স্বজনে,
কেবা মোরে উদ্ধারিবে বল?
আজি জীবনের শেষ দিন,
আসিবে দানব আজি সতীত্ব নাশিতে মোর!
সই! জে'ন স্থির, পরাণ থাকিতে
না পারিবে স্পর্শিতে হৃদয় মম!
সতী নারী আমি,
সখী, নহ তুমি ভগিনী কেবল,
তুমি শিক্ষাদাত্রী মম,
বিপদের একমাত্র সহচরী,

দেহ সাজাইয়া চিতা, যাহে এ নশ্বর দেহ
করি বিসর্জ্জন,—জুড়াই প্রাণের জ্বালা !

কুণ্ডলা। প্রাণের সোদরা ! কি বলিব আর,
একমাত্র ভিক্ষা মম এই,
অগ্রে আমি বিসর্জ্জী এ দেহ,
থাকিতে জীবন মম যাইতে দিব না তোরে
অনল মাঝারে,—সে দৃশ্য হৃদয় ভেদী
হেরিবারে নারি !
হায় ! এত ছিল অদৃষ্টে আমার
ভগবান ! একবার ফিরে চাও,
দুঃখিনী তনয়াদ্বয় পড়েছে বিপদে,
রক্ষা কর কৃপা করি।

মদা-ল। সখী কি ভাবিছ আর,
যাও ত্বরা অনল করহ প্রজ্জ্বলিত।
সতী নারী,—মৃত্যুতে করিয়া ডর,
বল সতীত্ব কি দিব বিসর্জ্জন ? কখন না,
কখন না,—ভেবেছ কি দিব বিসর্জ্জন
সতীত্ব, সোণার নিধি অমূল্য রতন ?
জ্বালো অগ্নি,—নিবে যাক-হৃদয়ের তাপ !
(কুণ্ডলা কর্ত্তৃক দূরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করণ।)

মদা-ল। (স্বগতঃ) কুণ্ডলা দিবে না মোরে, ত্যজিবারে তনু,
যাই ত্বরা অনল মাঝারে,
বিলম্বেতে ঘটিবে প্রমাদ ;
দিনমণি অস্তগত প্রায়,

আসিবে দানবাধম নিকটে সত্বর।
মাগো ! জগৎজননী—ত্রিতাপ হারিণী,
কৃপা কি হ'লনা তারা তনয়ার প্রতি ?
ওমা আমি বড়ই দুঃখিনী !
তাই হেন দশা !
কি হবে কাঁদিয়ে আর !
সন্তানের ব্যথা যদি মাতা না বুঝিল,
তবে আর, কার তরে রব ? ত্যজিব এ দেহ,
পিতা নাও তব কোলে তুলে।

(অগ্নিতে ঝম্প প্রদানে উদ্যত ও পশ্চাৎ হইতে সুরভী কর্ত্তৃক অগ্নিতে পতন রক্ষা)

সুরভী। বৎসে ! সম্বর এ ঘৃণিত উদ্যম,
হের দেব মাতা সুরভী উদয় তব পাশে
রক্ষিতে তোমায়,—জানি আমি সমুদয়
কি কারণে আত্ম-ত্যাগ কর তুমি !
হে কুমারি ! শুন মম বাণী,—
যে দৈত্য হরেছে তোমা,—সে দুর্জ্জয়,
জীবন হারেবে ত্বরা,—ভবধাম হ'তে
শুন যাহে তব অন্তরেতে হইবে প্রত্যয়,
দুরন্ত দানবে করিতে নিধন
আসিতেছে রাজার কুমার, দেবাজ্ঞায়
প্রেরিয়াছে রাজা তনয়ে তাহার ;
নরাধম মরিবার তরে করিতেছে উৎপীড়ন,
ঋষিবৃন্দে সদা, সেই হেতু মৃত্যু তার
ঘটিবে নিশ্চয় !

বধিবে দানবে যেই—স্বামী তব,
হইবে সে জন—যেন স্থির,
এ দুর্দ্দিন পোহাবে সত্বর,—
সুখ রবি প্রকাশিবে অদৃষ্টে তোমার।

মদা-ল। মাতঃ! এ দাসীরে প্রাণ দিলে তুমি,
আমি কন্যা তব, যাহে এ যন্ত্রণা হ'তে,
ত্বরা পাই পরিত্রাণ—কর বিধান তাহার;
থেকে থেকে মাতৃ-মুখ পড়ে মনে,
ভ্রাতা, ভগ্নী জনক, আমার,
আছে কি কল্যাণে সব? আহা! কত দিন
হেরি নাই সে সবারে, তাঁরা কি আছেন
বসি নিশ্চিন্ত হইয়া?—অসম্ভব কথা!
কন্যা বিনা পিতা মাতা হেরে অন্ধকার।

সুরভী। মাতা বলি সম্ভাষিলে মোরে, এবে,
কন্যা তুমি মম, মাতার যে কাজ,
সাধিব তোমার লাগি,
যাই আমি নিজ স্থানে, সময়েতে
দেখা পাবে।

মদা-ল। মাতা! বাক্যে তব জীবন রহিল,
দে'খ ভুলোনাক তনয়ারে তব।

(প্রণাম করণ)

কুণ্ডলা। জননী! তোমার কৃপায় আজ আমরা দুটী প্রাণী কালের কোল থেকে ফিরে এলুন। দেখ মা তোমার আশ্বাস বাক্য যেন সত্যে পরিণত হয়। মাগো আমাদের

ন্যায় অভাগিনীর বেঁচে থাকার কোন ফল ছিল না, কেবল আপনার আশ্বাস বাক্যে জীবন রাখলুম। আমার প্রার্থনা আর কিছুই নাই; এই মাত্র ভিক্ষা সখীকে আমার এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার কোর্ত্তে পাল্লেই আমি আমার কার্য্যে প্রস্থান ক'ত্তে পারি।

সুরভী। মনোরথ, পূর্ণ হবে তোমা দোঁহাকার।
নাহি কর বৃথা চিন্তা,
আসি এবে আমি।

(প্রস্থান)

মদা-ল। চল সখী! যাই কক্ষ মাঝে,—
লা। ভগ্নি—অগ্রসর হ'ও তুমি
আছে কার্য্য মম
আসি সমাপন ক'রে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মদালসার কক্ষ।

মদালসা।

মদা-ল। (স্বগতঃ) আশা তোরে নিবারিতে নারি,
দিয়েছিনু আশা বিসর্জ্জন,
পুনঃ কুহকিনী ঘেরিয়াছে হৃদয় আমার!
দেবীর বচনে মনাগুণে পুড়ি সদা,

ছিল না জঞ্জাল, এ ক্ষুদ্র প্রাণেতে,
এবে দেখি,—সব আসি ক্রমে ক্রমে,
আবরিছে জীবন আমার !
হৃদয়ে অভাব, নবীন স্বভাব,
দেহভার বাড়িছে ক্রমশঃ
পাইব কি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা ?
সত্য কি হইবে বাণী,
কহিয়াছে মাতা যাহা,
কত সাধ হয় মনে,—হৃদি মম
লহরে লহরে নাচে,—হায় !
এত আশা করি কি কারণ ?
মম ভালে সুখ কোথা ?
মাগো হরহৃদি বিলাসিনী !
তুমিও মা নারী,—নারীর বেদনা, তোমা বিনে,
কে বুঝিবে বল ? জননী হয়োনা কঠিনা,
দিও না যন্ত্রণা,—এ ক্ষীণ অন্তরে
কত সহে বল ? যে আশায়—
বেঁধেছি হৃদয়,—মিথ্যা যদি হয়
সে বাসনা,—হায় ! এ নশ্বর দেহ
মিশে যাবে ধরণীর সনে !
হের,—মম অদৃষ্ট লিখন !
কোথা জন্মস্থান, কোথা পিতা মাতা—আত্মীয়
স্বজন—দূরে রাখি সে সবারে,—
হেথা আমি !
দেখি এক দিন আর !

অবশেষ—জ্বলন্ত অনলে
জীবনের যত তাপ হ'য়ে ভস্মীভূত
যাবে আত্মা এ প্রপঞ্চ দেহাগার হ'তে।

(কুণ্ডলার প্রবেশ, তৎপশ্চাৎ যুবরাজের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান

কুণ্ডলা। সই বৃথা আর, কেন কর অশ্রু বিসর্জ্জন ?
ভেবনা সজনী সুদিন আসিছে তব,
আর নাহি ভয় এত দিনে ঘুচে যাবে
হৃদয়ের ব্যথা; অদৃষ্ট আকাশে তব—
আঁধার না রবে আর,—উদিবে কুমুদ নাথ
নবীন কিরণে—কেটে যাবে অমানিশা।

(দূরে রাজপুত্রকে দেখিয়া)

মদা-ল। মরি মরি কে এ নবীন নায়ক !
ধরাতে কি এল রতিপতি
ছলিতে আমায়, সই কেন প্রাণ বিচঞ্চল
সই ! সই ! সই ! কি তোমারে কব,
মম প্রাণে কিবা গায়।
আশায় উন্মত্ত প্রাণ—আহা,
এ রতন আমার কি হ'বে ?
সখি ! অন্তর কাঁপিছে মোর,
বুঝি—সতীত্ব না হ'ল রক্ষা মম,—হায় !
দেবীর বচন যায় মিথ্যা হ'য়ে,—
মাগো এত ছিল অদৃষ্টে আমার　　(পতন ও মূর্চ্ছা।)

(যুবরাজ ত্রস্তভাবে মদালসার নিকটে গমন)

যুব-রা　একি ! কেন বালা মূর্চ্ছাগত, মোরে হেরে ?
নাহি ভয়—নহি দেব, দৈত্য দানা !

জন্ম মম ধরণীতে, মাত্র ক্ষুদ্র নর,
হে সুন্দরী! কৃপা করি
পরিচয় দানে তোষ,—এ অধীনে।

কুণ্ডলা। হে কুমার! আপনি আমায় ওরূপ ভাবে সম্বোধন কর'লে দাসী কুণ্ঠিত হয়; আমি সখীর দাসী মাত্র, আপনার যদি কিছু জান্‌তে ইচ্ছা থাকে, আমায় জিজ্ঞাসা করুন, আমি প্রফুল্লচিত্তে তাহার উত্তর দিয়া আপনার মনস্তুষ্টি করি।

যুব-রা। কৃপা করি করুন জ্ঞাপন,
কার এই ললনা সুন্দরী!
পূর্ণিমার শশী জিনি সুন্দর আনন!
কিবা নিলোৎপল আঁখি
বিম্ব সম চারু ওষ্ঠাধর!
ফণি-জিনি পৃষ্ঠে দোলে বেণী,
বিশাল নিতম্ব শোভে ক্ষীণ কটিতলে!
অভুক্তা যৌবন চিহ্ন,—ব্যাপ্ত সর্ব্ব দেহে,
যেন শরতের ভরা নদী!
হেরি রূপের মাধুরী
প্রাণে মম ধৈর্য্য নাহি মানে।
দাও পরিচয় সহেনা বিলম্ব আর?

কুণ্ডলা। রাজপুত্র! ইহার বিবরণ শ্রবণ করুন; সুরলোকে বিশ্ববসু নামে গন্ধর্ব্ব-রাজ আছেন, এই আলোক সামান্যা সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী—তাঁরই কন্যা, ইহাঁর নাম মদালসা! আমি কুমারীর সখী! একদা আমরা রাজার অন্তপুরস্থ উদ্যান মধ্যে বায়ু সেবন করিতেছিলাম, তৎকালে এই পাতালবাসী পাতাল-কেতু নামে দুরন্ত দানব মায়াজালে।

আবদ্ধ করিয়া ইহাঁকে হরণ করিয়া আনিয়াছে এবং অদ্য কুমারীকে সে বলপূর্ব্বক পত্নিরূপে গ্রহণ করিবে স্থির করিয়াছে, সুন্দরী শোকে আচ্ছন্ন হইয়া দেহ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, গো-মাতা সুরভী আসিয়া আত্মহত্যা হইতে উদ্ধার করেন, এবং তিনি এই কয়েকটী বাক্যে আমার সখীকে আশ্বাস প্রদান করেছিলেন যে "নরলোকে এই দুর্জ্জয় দানবকে যিনি নিধন ক'র্ব্বেন, সেই বীরই তোমার স্বামী হইবেন।" আমি ইহার সখী আমার নাম কুণ্ডলা, আমার পিতার নাম বিন্ধবান, বিধিবিড়ম্বনে স্বামীর অকাল মৃত্যু হয়, উপস্থিত আমার সখির প্রাণ আপনার পায় লুটিয়ে পড়েছে, তাই উনি ভাবছেন যে সতীত্ব রক্ষা হ'লোনা, মাতা সুরভীর বাক্য বিফল হয় এই সমস্ত ভেবে মূর্চ্ছাগত হইয়াছেন। এবং আমরা উভয়েই আশ্চর্যন্বিত হইয়াছি যে এই পাতালপুরে আপনি কে উপস্থিত হইয়াছেন? আপনার পরিচয় জান্‌বার নিমিত্ত আমরা ব্যাকুল হয়েছি।

যুবরা। শুনহে রূপসী!
শত্রুজিত রাজার কুমার,—মম পরিচয়,
ঋতধ্বজ নামে খ্যাত জন-মাঝে।
পিতৃ আজ্ঞা করিতে পালন,—এসেছিনু ঋষির আশ্রমে,
দুরন্ত দানব এক করিতে নিধন;
তীক্ষ্ণবাণ প্রহারিয়া বক্ষেতে তাহার,
উপস্থিত শত্রুর পশ্চাতে এসেছি হেথায়;
মোরে হেরে—বৃথা হৃদে নাহি তোল—
শঙ্কার লহরী।

কুণ্ডলা। সখী কেন ভাব অকারণ?
এসেছে নাগর তোরই আশে,　　　　৬

বাঁধি প্রেমডোরে, রাখ যতন করিয়ে
হৃদয়েতে ধরে ; এ রতন
তোমারই কারণ ধাতার সৃজন।

মদা-ল। সই বাড়াও না হৃদয়ের তাপ,
একে জ্বলে মরি, আত্মজন বিনা,
এত দিন পরে—যদি হেরিলাম
মনোমত ধনে, কিন্তু বিধি কি—
দিবে মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে এ রতনে!
বৃথা আশা!—কি জানি কি তরঙ্গ,
প্রাণেতে আমার, পলে পলে বিচঞ্চল,
করিতেছে প্রাণ ; আশা পুনঃ—কেন
মজাও আমায়! বেঁধে-ডুরি—তীক্ষ্ণছুরি,
মেরো না বক্ষেতে।

কুণ্ডলা। যুবরাজ! কুমারীর কাহিনী সব শুনলেন। এক্ষণে আপনার ন্যায় ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করুন। সখি আমার বড়ই কাতর হ'চ্ছেন, আপনি আশ্বাস না দিলে, এ দুঃখ অন্তর্হিত হবে না।

যুব-রা। শুন সুলোচনা!
পিতৃদেব জীবিত আমার, তাঁর আজ্ঞা বিনা,.
কুমারীরে কেমনে বাঁধিব আমি বিবাহ বন্ধনে?
এ রতন ধরিতে বক্ষেতে, কার নাহি হয় সাধ?
কিন্তু যাঁহার কৃপায়—এসেছি এ ধরাপরে,
কেমনে লঙ্ঘিব তাঁরে?

কুণ্ডলা। আচ্ছা যুবরাজ! যদি কোন উপায়ে আপনার পিতৃ-আজ্ঞা এনে দিতে পারি, তা হলে আপনি বিবাহ ক'র্ত্তে সম্মত আছেন?

যুব-রা। পুনঃ কোন বাধা আছে এ জগতে
যাহে? এ মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাবে—
এ রতন অল্পায়াসে পায় কোন জন?
দেবাঙ্গনা নরলোকে কে কোথায় পায়?
কহি সত্যকথা, পিতা যদি দেন অনুমতি,—
এ বিবাহে নাহি অন্যমত মম।

কুণ্ডলা। আচ্ছা আপনি অপেক্ষা করুন; আমি আমাদের কুলগুরুকে স্মরণ কচ্ছি তাঁহার দ্বারাই এ কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।

(ধ্যানস্থ হওন)

(তম্বরুর প্রবেশ)

মদা-ল। গুরুদেব! দুহিতা পরশে পদ,—
কহ তাত, তনয়া ব'লে কি ছিল মনে?

তম্বরু। বৎসে! আমায় আর অধিক ব'লতে হবে না, আমি সমুদায়ই অবগত আছি,—তুমি বিস্তর কষ্ট পেয়েছ, আর চিন্তা ক'রো না। যে দুষ্ট তোমায় এরূপ কষ্ট দিয়েছে, সে সম্প্রতি মৃত্যুমুখে পতিত, মাতা সুরভীর বাক্য কি স্মরণ আছে? এই সেই শত্রু দমনকারি রাজকুমার।

(যুবরাজের প্রতি) কুমার! তোমার যশোগান এক মুখে— বর্ণনা করা যায় না; তোমার কৃপায় আজ, ঋষিগণ শত্রুহস্ত থেকে উদ্ধার হ'লো।

যুব-রা। হে তাপস! কেবা আমি প্রশংসা পাইতে ?
মাত্র উপলক্ষ এ নশ্বর দেহ!—দেহ,
ধন্যবাদ—গাও যশোগান, "তাঁর" তরে
"যাঁর" এই বিপুল ব্যাপিনী সৃষ্টি!
সর্ব্ব জীবে দয়া—ফেরে যত কায়া,—এ শাল
ভুবন ভিতরে,—আসি ধরাপরে, ক্ষণস্থা
নরদেহ ধরি, সেই প্রেমময়ে
ভুলে যায় যারা,—যশোগান,—কীর্ত্তিস্তম্ভ—
তাঁহাদেরই মানস রঞ্জন!
অনন্ত অনাদি সেই পুরুষ প্রধান!
কৃপায় তাঁহার—"তাঁর" কার্য্য করেছি উদ্ধার।

তম্বরু। বৎস! ধন্য শিক্ষা তব
এরে করহ উপায়,—যাহে
কুমারীর ধর্ম্মরক্ষা হয়।

যুব রা। হে দেব!
পিতৃ আজ্ঞা বিনা, পরিণয়—
কেমনে করিব ?
এ রতন পাইতে আমায়, আছে বিঘ্ন,
কহিলাম সবিস্তার।

তম্বরু। কহ হে কুমার!
পারি যদি তব পিতৃ মত আনিবারে ?

যুব-রা। হীন আমি, হবে কিহে এত দয়া
এ দীনের প্রতি,—যদি আশা দিলে দাসে,—
পুরাও বাসনা ত্বরা; প্রাণ মম ক্ষণে ক্ষণে—

হতেছে চঞ্চল, পল যেন যুগ সম বয়,
ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার—নৈরাশ্বের—
মেঘ আসি আবরিছে হৃদয় আমার
তদুপরি হেরি পূর্ণশশী !—হৃদয় সাগরে—
আশার তরঙ্গ উঠিতেছে কত শত ।

তম্বরু । বীরবর ! হয়োনা ব্যাকুল,
বিধির এ যোগাযোগ,
এ মিলনে বিঘ্ন কেবা করে ?
আনিব ত্বরায় আমি, পিতৃ আজ্ঞা তব,
অকারণ চিন্তা নাহি কর !

যুব-রা । হে ধর্ম্মাত্মন ! নরদেহ ধারী,
বিক্রিত রহিনু আমি—তব পদপ্রান্তে ।

তম্বরু । যাই আমি কার্য্যসিদ্ধি হেতু,
ফিরিব ত্বরায় রাজপুরী হ'তে,
করহ বিশ্রাম সবে ।

যুব-রা । দাস,—পদে করে নমস্কার !

তম্বরু । পূর্ণ হো'ক বাসনা তোমার ।

মদা-ল । তনয়া প্রণমে পদে,

তম্বরু । সুখী হও বৎসে !

মদা-ল । দাসীকে পদধূলি দিন,

তম্বরু । কর শান্তিলাভ ।　　　　(তম্বরুর প্রস্থান)

কুণ্ডলা । যুবরাজ আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বিশ্রাম ক'রবেন চলুন ।

যুব-রা । শুন সতী !
ফুটন্ত পদ্মিনী যবে,—

সরোবর মাঝে, বসন্তের সুখদ হিল্লোলে,
দোলে মৃদু মৃদু,—হেরি সে মাধুরী রাশি
হাঁসে চাঁদ সুনীল অম্বরে,
কিন্তু যবে অস্তে যান নিশানাথ !
থাকে কি সে মধুর ভাব কমলিনী হৃদে।

কুণ্ডলা। ওঃ ! যুবরাজ আমার সখীকে দেখে অধীর হয়েছেন।

মদা-ল। (চুপিচুপি) ছি সখী ছি !

কুণ্ডলা। আর কাজ কি ?

যুব-রা। হেরিলে সখীরে তব, কহ—
কার নাহি হয় প্রাণ উচাটন ?

কুণ্ডলা। আপনি আসুন না, ভয় কি—আপনার জিনিষ কেউ দখল কচ্ছেনা।

যুব-রা। নির্গুণ পুরুষ আমি !
তাই হয় ভয়,
পাছে কেহ হ'রে লয় ?

মদা-ল। সখী কেন কর জ্বালাতন ?

কুণ্ডলা। মনে কি ধরেছে রতন ?

মদা-ল। সই তুমি বড় খল।

কুণ্ডলা। কেন আর কর ছল।
(যুবরাজের প্রতি) হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথায় কথায় ভুলে আছি, চলুন যুবরাজ আপনাকে নিয়ে যাই।

যুব-রা। তবে চল।

(এক দিক দিয়া কুণ্ডলা ও যুবরাজের প্রস্থান অপর দিক, মদালসার প্রস্থান।)

ক্রোড় অঙ্ক।



স্বর্গ।

(মেঘরাশি ভেদ করিয়া দেববালাগণের নিম্নে পদ্মবন মধ্যে অবতরণ ও গীত।)

দেব-বা-গণ। চল সবে মিলি উঠি তীরে ধীরি,
যুগল রতন হেরি নয়নে।
মিলাব—নাগরী নাগর সনে,
এসেছি তাই এ প্রমোদ বনে॥
প্রেমিক প্রেমিকা হেরিবারে সাধ,
তাহে কোন জন সাধিবেরে বাদ
মিলনে মোহন মাধুরী রাশি—
হেরিতে মোরা সদা ভালবাসি
এসেছি মিলাতে মিলাব দুজনে,
(যেন) বাঁধা থাকে দোঁহে অনন্ত মিলনে॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিরণ্ময় কক্ষ।

(মদালসা, কুণ্ডলা, সুরভী, যুবরাজ, ও তম্বরু।)

তম্বরু। হের নিদর্শন তব পিতার লেখনি।
শুনি বিবরণ সব,
হাস্য মুখে দিয়েছেন সম্মতি তোমায়।

যুব-রা। আপনি পত্র পাঠ করুন।

(পত্র দেওন ও পত্র পাঠ।)

তম্বরু। বৎস ! পরমপূজ্য গন্ধর্ব্ব রাজ-কুলগুরু মুখ নিঃসৃত বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। এ শুভকার্য্যে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, এবং প্রফুল্ল অন্তরে আমি ও তোমার জননী মত দিলাম শুভকার্য্য সম্পাদন করিয়া নব-বধুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন কর, আমরা ও অন্যান্য সকলে উদ্বিগ্ন রহিলাম।

কুণ্ডলা। সখি আমায় কি দেবে বল ?

মদা-ল। সই সই সই আমায় ধর !

সুরভী। ধরহে কুমার,—
মাতৃপিতৃহীন অনাথ বালিকায়,
রেখ সযতনে, দাসী বলে,—
পদপ্রান্তে দিও স্থান।
স্নেহলতা মম,—হের তব ভাগ্যলিপি,
পরিপূর্ণ এত দিনে।

নারীর জীবনে, স্বামী বিনা নাহি অন্যগতি,
রেখ মতি স্বামীর চরণে,
জীবনে মরণে,
পতিভক্তি শিখাও জগতে,
করি আশীর্ব্বাদ, প্রেমের সংসারে
যাবে দিন সুখে বয়ে।

কুণ্ডলা। মাতঃ! কৃপা তব সীমাতীত;
কন্যা ব'লে রেখ মনে।

তম্বরু। আশীষি হে দম্পতি যুগল!
প্রেমের মিলনে—বিশ্ব হের প্রেমময়,
পাপ, তাপ পরিপূর্ণ ধরার মাঝারে,
রহ সদা মনসুখে, এবে কার্য্য সাঙ্গ মম,
যাই আমি নিজ স্থানে।

(যুবরাজ ও মদালসা উভয়কে প্রণাম করণ)

যুবরাজ। ওহে ধর্ম্মাত্মন্ ঋষিরাজ!
বাক্যহীন দাস, দীন প্রতি অপার করুণা তব।
(সুরভীর প্রতি) মাতঃ! প্রণাম চরণে।

সুরভী। সুখী হও বৎস!

মদা। পিতা তনয়ারে রেখ মনে।

সুরভী। আমিও চলিনু এবে।

(তম্বরু ও সুরভীর প্রস্থান)

কুণ্ডলা। কুমার আমার সখীকে মনে ধরেছে তো?

যুব-রা। তোমার সখীকে জিজ্ঞাসা কর;—

কুণ্ডলা। সখি! চেয়ে দেখ, আমাদের বাল্যের সঙ্গিনী দেববালারা হেথায় এসেছে।

(দেববালাগণের প্রবেশ)

মদা। ভাই! এতদিন পরে ভগ্নি ব'লে কি তোমাদের মনে পড়েছে?

জ-দে-বা। সজনী তুমি তো আমাদের ফাঁকি দিয়ে, নবনাগর নিয়ে উল্লাসে বিভোর হয়েছ দেখ্‌ছি।

কুণ্ডলা। দেবলোকে পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলে কুশলে আছেন তো?

জ-দে-বা। হ্যাঁ সবাই কুশলে আছেন, আমরা এলুম সখির নাগরকে দেখ্‌তে।

মদা। পিতা মাতা কি, এ সংবাদ অবগত হ'য়েছেন?

জ-দে-বা। তাঁরা পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন আমাদের তাঁরাই বল্লেন। তাতেই তো এলুম্ সই, তোমরা একবার যুগলরূপে দাঁড়াও আমরা দেখে চলে যাই।

গীত।

হর্ম্মস্থিত আলোক সকল প্রজ্জ্বলিত হওন।

(যুবরাজ ও মদালসার একত্রে রত্ন সিংহাসনোপরি মিলন।)

দেব-বা। (মরি) মধুর মিলন, মূরতি হেরি,
প্রাণেতে ছুটেছে প্রেমের লহরী।
প্রেমের খেলা প্রেমের মেলা,
প্রেমের হাওয়াতে ঘুরি ফিরি।

গগনে হাসিছে চাঁদ,— হেরিয়ে যুগল চাঁদ
হাসির লহরী ছোটে—চাঁদের কিরণ ফোটে
কিবা হাসা হাসি—প্রাণে মেশামিশি—
মরি আমোদে বিভোর প্রাণ,
পূরিল মোদের মনসাধ— হেরিয়া প্রেমের মাধুরী।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দেবালয় সংলগ্ন উদ্যান।

(যুবরাজ, মদালসা ও কুণ্ডলা)

কুণ্ডলা। রাজকুমার! আপনার সৌজন্যে আমি যে কতদূর পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে সখী আমার যেমন রূপ গুণ বিশিষ্টা নারী, আপনিও তাঁর সমতুল্য, যেন মণি কাঞ্চনের একত্রে সমাবেশ হইয়াছে. আপনাকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা আমার নাই; যাহা কিছু বল্‌ছি তাহা আমার বাহুল্য মাত্র, এ সংসারে পত্নীই স্বামীর সুখ ও দুঃখের সমভাগী। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই সমুদায় সাধন করা স্ত্রীর সহায়তা ব্যতীত হয় না, আবার স্ত্রীলোকেরও স্বামী ব্যতীত এ সকল কার্য্য সাধন হয় না। কারণ দাম্পত্যই সকল মোক্ষ কার্য্যের আশ্রয় স্থল, সখী আমি আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম পথে থাকিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য শেষ করিয়া

গুরুজনদিগকে সেবাশুশ্রূষায় পরিতুষ্ট করিয়া সুখে কালাতিপাত কর, এবং ক্রমে ক্রমে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী শ্রীবৃদ্ধি হউক। এখন আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করি।

মদা। সই ! ভগ্নীরে কি যাবে ফেলে ?

কুণ্ডলা। বোন্ আমায় আর আবদ্ধ ক'র না ; আমার সংসারে থাক্বার সময় নাই ; এখন যে ক'দিন বাঁচবো তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ও ঈশ্বরের উপাসনায় সে ক'দিন কাটাব। সখী মনোমত স্বামী পাওয়া স্ত্রীলোকের কম সৌভাগ্যের কথা নয়, তাহা তুমি পাইয়াছ, যাও সতী প্রাণপতিকে নিয়ে পুণ্যের সংসারে সুখে কালাতিপাত কর।

(গীত)

কুণ্ডলা। বিধি মম বাম সই নইলে কেন পতি হীনা।
আমার আশা বাসা ফুরিয়ে গেছে,
যত্নে ধরি হৃদয় মাঝে তাইতে যাতনা।
হৃদি ভেদি তোরে সই—কেমনে বিদায় দিই
বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা নীরবে সই বেদনা ॥
পেয়েছ হৃদয় ধনে রাখিও সদা যতনে
স্বামীর হৃদয় কভু বেদনা সই দিওনা ॥

কুণ্ডলা। ভগিনি প্রাণসখী
কি আর বলিব আমি,
বাক্য নাহি সরে মুখে আর,

দাও বিদায় আমায় ;
যুবরাজ দিন মোরে আজ্ঞা
চলে যাই কার্য্য উদ্ধারের হেতু।

যুব-রা। হে ললনে!
তব ঋণ কি দিয়ে করিব শোধ,
হৃদয় তোমার মহত্তের পরিচয় স্থল,
হেন উচ্চমন দেখি নাই কভু।
রে বিধি! কি দোষে এ ভাগ্যবতীর—
এ হেন দুর্দ্দশা!
রে'খ মনে ভ্রাতা ভগ্নী বলি।

মদা-ল। সখি কেমনে রহিব আমি,
তোমারে না হেরে?

কুণ্ডলা। আর কেন আবদ্ধিছ মোরে,
যাই আমি প্রাণ মম হতেছে চঞ্চল।

(বিদায় গ্রহণ ও প্রস্থান)

যুব-রা। আহা! সখি তব বড়ই দুঃখিনী।

মদা-ল। নাথ! সঙ্গিনী মোরে বড় বাসিতেন ভাল,

যুব-রা। প্রাণপ্রিয়ে! হৃদয় রঞ্জিনী মম,
চল এবে যাই রাজ্যমুখে,
জনক জননী মম ব্যাকুল অন্তর সবে।
আছে পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় মোর।

মদা-ল। প্রাণেশ্বর! দাসী তব. ছায়া অধিকারী
যথা তুমি যাবে, যাব আমি পশ্চাৎ তাহার

তব পদ সেবা হেতু.—তোমা ছেড়ে
রহিতে কি পারি ?

যুব-রা। প্রাণেশ্বরী ! কিঙ্করে রাখিবে কি পদে ?

মদা-ল। ও কি কথা বল প্রাণনাথ !
আমি মাত্র দাসী তব—কহ নাথ !
এ দাসীরে রাখিবে কি পদে ?

যুব-রা। প্রাণময়ী ! তুমি হৃদয়ের মণি,
মণিহারা হ'য়ে ফণি কি পারে বাঁচিতে ?
আশার উদ্যানে তুমি মম
ফুটন্ত মল্লিকা, হৃদয় মন্দিরে—একমাত্র
অধিষ্ঠাত্রী দেবা– প্রণয়ের—সরোবর মাঝে
তুমি মম নবীন নলিনী ;
রূপে তব আত্মহারা আমি,—বাক্যে তব—
মধু বরষিছে শ্রবণে আমার.
হৃদিমাঝে তুমি—আঁখি প'রে ও মোহন
রূপরাশি—বিশ্বময়.
তোমা ভিন্ন কারে নাহি হেরি।

মদা-ল। নাথ ! দাসী প্রতি অপার করুণা তব।
চল নাথ বিলম্বে ঘটিবে বিঘ্ন।

যুব-রা। প্রিয়ে ক্ষত্রিয় সন্তান আমি,
বিপদেতে উল্লাস আমার।
চল প্রিয়ে যাই রাজ্য মুখে।

(নেপথ্যে সাজ সাজ রব) ওকি!

মদা-ল। নাথ! সর্ব্বনাশ আসিতেছে
দৈত্যগণ করিতে সমর।

যুব রা। প্রিয়ে নাহি ভয়!
ফুৎকারেতে উড়াইব দানবের দল
চল দেখি অগ্রসর হ'য়ে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পাতাল পুরীর পথ।

(রণ অবসানের দৃশ্য স্তূপাকার শবাবলী।)

(জনৈক দানব ও তালকেতু)

তাল। ঈর্ষানলে দহে হৃদি;—
জ্বলে মরি—জ্বলে মরি—জ্বলে মরি,
প্রতিশোধ চাই' প্রতিশোধ লইবারে চাই,
হায় কোথা ভ্রাতা মম!
আত্মগ্লানি অবিরত জ্বলিছে প্রাণেতে,
দানব বাঞ্ছিত নারী হরে লয় নরে।

জ-দান। দেখ কাজ নাই আর রাজপুত্র সনে,
বৃথা বিবাদেতে।

তাল। কহ সখা, কেমনে একথা,
প্রকাশিলে বদনে তোমার !
লজ্জা নাহি হ'ল তব।

জ-দান। হের ! আত্মীয় স্বজন,
পড়িয়াছে রণে কত শত
হেরি আঁখি বারি নিবারিতে নারি,
দেবের কৃপায় জিনিয়াছে রণ ;
নহে নরে কোথা দানবে জিনিতে পারে।

তাল। যদি মতি গতি তব হ'য়ে থাকে হীন।
যাও ত্বরা সম্মুখ হইতে মোর।
আমি কভু না ছাড়িব ;
বধি দুষ্ট রাজপুত্রে, নিবাইব—
হৃদয়ের যত তাপ ;
ভ্রাতা বিনা দশদিক হেরি অন্ধকার।
প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা—তরে
আছি দেহ ধরে ?
আরে হেয় নরাধম বাদ মোর সনে।
দেখিব কেমন,— তুমি বীরবর,
কত শক্তি ধর হৃদি মাঝে ?

জ-দান। চল সখা দেখি কোথা
পাপিষ্ঠ নারকী, ভ্রাতৃহন্তা মূঢ় তব।

তাল। চল—যতদিন নাপারি বধিতে দুষ্টে,
ততদিন এ জীবনে নাহি শান্তি আর !

চল যাই দেখি কোথা ভ্রাতৃঘাতি মম ;
আহা !- হের কতশত আত্মীয় স্বজন
পড়িয়াছে ধরাতলে,—
ওঃ—যন্ত্রণা—যন্ত্রণা—
হৃদিভেদি বাহিরায় প্রাণ।

জ-দান। কহ সখা! কেমনে বধিবে তারে ?

তাল। ছলে—বলে—কিম্বা কৌশলের দ্বারা,
নাশিব ত্বরায় ; কতশত করেছি সমর,
যম জিনি দেখিয়াছি অরি
কিন্তু কাঁপে নাই একটি কেশ মস্তকে আমার
এ ত ছার ক্ষুদ্র নর,—উড়াইব তৃণের সমান,
চল ত্বরা প্রতিহিংসা জ্বলে হৃদে,
জ্বালা নিবাইতে নারি—ভাসিছে ভ্রাতার মুখ,
নয়নে আমার, অসহ্য এ মর্ম্মভেদী জ্বালা
হৃদি পুড়ে হ'ল ছারখার, হায় কোথা
মম প্রাণের দোসর! প্রতিশোধ চাই
প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—চল দ্রুত।

(উভয়ের প্রস্থান)





চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

(রাজা, মন্ত্রী, ঋষিগণ, সভাসদগণ ইত্যাদি।)

রাজা। প্রাণমম হইতেছে উচাটন, কেন—কেন
কুমার আমার এখন এলোনা পুরে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

জ-দূত। মহারাজ! আসিছেন যুবরাজ, সহ
সুন্দরী ললনা এক, হের উপস্থিত—
সভামাঝে।

প্র-সভা। আহা! মহারাজ, আপনার পুত্রবধুর রূপ দেখুন ধরায় যেন একেবারে শত শত সূর্য্য উদিত হয়েছে।

(পত্নীসহ যুবরাজের প্রবেশ)

যুব-রা। পিতৃদেব! প্রণাম চরণে.

(সকলকে নমস্কার করণ)

রাজা। এস বৎস হও চিরজীবি।

যুব-রা। নমস্কার গুরুজন পদে।

ঋ-গণ। সুখী হও করি আশীর্ব্বাদ।

রাজা শুনহে কুমার!

মম পূর্ব্ব পুরুষেরা কর্ত্তব্যের পথে হ'য়ে অগ্রসর
সম্মানের উচ্চচূড়ে করি আরোহণ,
ত্যজেছেন ধরাধাম।
জনমাঝে সেই অক্ষয় কীর্ত্তি,
রাখিয়াছি বর্ত্তমান, প্রাণ দিয়ে আমি,
আজি তুমি কর্ম্মপথে হ'য়ে অগ্রসর
রাখিলে বংশের মান;
নাম মম করিলে উজ্জ্বল
ধন্য তুমি সন্তান আমার।

জ-ঋষি। ধন্য বীরবর!
কৃপায় তোমার ঋষিগণে
শান্তি পাবে এবে,
দেব কার্য্যে, বিঘ্ন না ঘটিবে,
প্রাণভরে জয় গান গাবে সবে,
তব কল্যাণ কামনা করি।

যুব-রা। পিতা!
ক্ষণস্থায়ী দেহ লয়ে এসেছি ধরায়,

এই আছে—এই নাই—বিধির কি খেলা!
যত দিন আছি দেহ ধরে
তব পদ সেবা ভিন্ন আছে কিবা গতি?

রাজা। বৎস! হ'য়োনা চঞ্চল;
শুন সার তত্ত্ব,—এ ধর্ম্মে রাখি মতি
প্রাণ দিয়ে সর্ব্বজনে করিবেক দয়া,
রোগ, শোক, তাপ, আসিবে না
নিকটে তোমার—সদাই প্রফুল্ল-চিত্তে
থাকিবে সুখেতে—পুনঃ এক কার্য্য ভার
অর্পি তোমা প্রতি, প্রতিদিন
প্রভাতিলে নিশি, নৈমিত্তিক কার্য্য করি শেষ,
দেবদত্ত অশ্ব'পরে করি আরোহণ,
যাবে তুমি পৃথ্বি পর্য্যটন হেতু.
অগণিত পাপযোনি. অবনীর তলে
করিছে ভ্রমণ।—যাহে—
ঋষিগণে—দীনহীন জনে দুর্দ্দন্তেরা
না করে পীড়ন তদুপরি
রেখ দৃষ্টি অণুক্ষণ।
সর্ব্বস্থানে করিয়া ভ্রমণ, এস ফিরে
মধ্যাহ্ন না হইতে উদয়।

যুব-রা। তাত! দেহ কার্য্য ভার,
কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য!
কার্য্য বিনা এ সংসারে নাহি কিছু আর;
কার্য্যে অন্তরের কালি দূরে যায়,

কার্য্যে-জ্ঞানের নয়ন পরিস্ফুট হয়,
কর্ম্মময় মানব জীবনে, যেই করি হেলা
রহে সদা নিস্তব্ধ হইয়ে, দুঃখ তার,
রোগ, শোক অশান্তির যত চিহ্ন
দৃষ্ট হয় হৃদয়ে তাহার।
দাও পিতা পদধূলি,
আজ্ঞা তব করিব পালন,
শত বিঘ্নে এ হৃদয়ে শঙ্কা না আসিবে।

জ-ঋষি। হে রাজন্!
বাক্যাতীত অদৃষ্ট তোমার, যাহে
এ হেন অমূল্য রত্ন পাইয়াছ কোলে,
সর্ব্বগুণাকর, মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম যেন
বিরাজিত, সারতত্ত্বে শুদ্ধমতি,
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিছে উজ্জ্বল কিরণে,
কত পুণ্য পূর্ব্বজন্মে করেছ সংগ্রহ,
পুরস্কার তার হের সম্মুখে সবার।

রাজা। যে আনন্দ হৃদয়ে আমার,
শত মুখে বর্ণিতে না পারি তাহা।
হে সচ্চিদানন্দ! রূপ তব,
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপে,
ব্যক্ত ধরামাঝে—ওহে বিশ্ব নিয়ন্তা!
তুমি দৃশ্য কি, অদৃশ্যরূপী, কে কহিতে পারে,
জয় জয় পুরুষ প্রধান!
জীবের জীবন দাতা, কৃপাদৃষ্টি রে'খ দীনোপরে

(যুবরাজের প্রতি)

যাও বৎস অন্তপুরে,
ব্যাকুল জননী তব,
হেরিবারে তোমা দোঁহে।

যুব-রা। পিতৃদেব ! আসি তবে।

(সপত্নী যুবরাজের প্রস্থান)

রাজা। মন্ত্রী ! কর অকাতরে ধন বিতরণ।
যাগ, যজ্ঞ আদি, মাঙ্গলিক কার্য্য যত
সত্বরে আয়োজন কর সব,
দাও আজ্ঞা সভাস্থ সকলে,
আজি সভাভঙ্গ হোক এবে।

সকলে। চল সবে, আজি বড় আনন্দের দিন।

(রাজা ঋষিগণের প্রস্থান)

প্র-সভা-স। কি ঠাকুর ! এত তরস্থ হয়ে যাচ্ছো কোথায় ? বস, দু একটা রসের কথা ঝাড়।

রা-সখা। না, না, না, আমায় বাড়ীতে যেতে হবে, এখন বসতে পারবোনা বিশেষ দরকার। সখা আমার সপরিবারে ঘরে ফিরেছেন, বাটীতে গিয়ে খবরটা দিতে হবে।

দ্বি-সভা-স। কি এত বেশী দরকার ?

রা-সখা। তা শুনে তোমার দরকার ?

প্র-সভা-স। বলি বলোনা কথাটা কি ?

রা সখা। দেখ আমি বাড়ীতে ব্রাহ্মণীকে এ শুভ সংবাদ দিই গিয়ে। বামণীর জন্য একটা নথ কিনে নিয়ে যেতে হবে, তা নইলে আর উপায় নাই. আমায় বাড়ীতে যেতে দেবে না। এমন সুখের দিন আর হবে না!

প্র-সভা-স। ও ঠাকুর! তুমি একেবারে মাগ মুখো বটে?

রা-সখা। যাও আর জ্বালায়োনা. একটা পয়সা দেবার কেউনা, ভুকথা শোনাতে বেশ মজবুত। বলি তোমার কি পরিবার আছে? বোধ হয় নাই, তা হলে তার মর্ম্ম বুঝতে! কথায় বলে "অসার খলু সংসার সার শ্বশুর ভবন!"

প্র-সভা-স। আচ্ছা তোমার কত টাকার দরকার বল? আমি দেব এখন, কিন্তু—

রা-সখা। বাবা জেরা টান্‌লে কেন, মতলব কি কিছু বদ আছে?

প্র-সভা-স। না অমন কিছু নয় তবে—তবে—তবে—

রা-সখা। এতো গতিক ভাল নয়। না বাবা তোমার পয়সায় আমার দরকার নেই, যেতে দাও বাবা তুমি বড় ঘাগি।

দ্বি-সভা। ওহে দিচ্ছে নাওনা কেন?

রা-সখা। থাম. থাম, তোমার পয়সা দিতে হবে না. আচ্ছা একটা খোলা কথা বলদিকিন, আমার পরিবার তোমার মাগের সতিন নাকি?

প্র-সভা-স। ঠাকুর! তা যদি হয়, বড় ভাল হয়।

রা-সখা। আরে পাজি! যত বড় মুখ না তত বড় কথা বটে? তোর মতন রূপবান ঢের পুরুষ দেখেছি, আমার বামণী তেমন খেতের না।

প্র-সভা-স। কেন বল আর! যদি হাতে দুবার থুতকুড়ি দিয়ে এঁটো করে দিই তাহলে সতাত্বপানা ঘুচে যায়।

রা-সখা। বটে! আমার পরিবারকে তুমি যেমন তেমন মনে কর বুঝি বটে! বটে! বটে! এত বড় স্পর্দ্ধা বটে! আমি ব্রাহ্মণ তা জানিস্, এখুনি ভস্ম করে ফেল্‌বো তার ভয় রাখিস্‌না?

প্র-সভা-স। বল কি? তুমি যে মদন ভস্মের পালা আন্‌লে দেখ্‌ছি।

রা-সখা। আচ্ছা দেখ্ তোর কি করি।

(কাছা আঁটিতে ২ বেগে প্রস্থান)

দ্বি-সভা। কেন বামুনকে খেপাও কেন বল দিকিন?

প্র-সভা স। তুমিও যেমন, ওসব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখন চল যাই উৎসব দেখিগে।

দ্বি-সভা-স। চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজবাটীর অন্তপুরস্থ কক্ষ।)

(রাণী ও প্রতিবেশীগণ।)

রাণী। হের ঐ আসিতেছে পুত্র,
পুত্রবধূ মম মরি মরি কিরূপ মাধুরী,
মাগো জগৎজননি ! কৃপায় তোমার—
দেবাঙ্গনা মিলিয়াছে গৃহেতে আমার।

(যুবরাজ ও মদালসার প্রবেশ)

যুব-রা। মাগো ! দাও পদরজ মস্তকে আমার,
তব নাম রাখি হৃদয়ের মাঝে
জিনিয়াছি দুরন্ত সমর।

(উভয়ের প্রণাম করণ)

রাণী। পুত্র ! তব গুণ কি কহিব আমি,—
সন্তানের যেবা কার্য্য—আজি
সাধিয়াছ প্রাণ উপেক্ষিয়া।

জ-প্র। ওলো দেখ দেখ কি সুন্দর রূপ; যেন ঘর আলো করে আছে। বেশ বউ হয়েছে, আমাদের যুবরাজও যেমন, মেয়েটীও তার উপযুক্ত হয়েছে।

রাণী। বিশ্রাম করহ দোঁহে,
যাই আমি কার্য্যান্তরে।
করি আশীর্ব্বাদ সোণার সংসারে—
সুখে কর দিন অতিপাত।

জ-প্র। চল আমরাও যাই,

ও দিকে কাজ কর্ম্ম সব পড়ে আছে।

(প্রতিবেশীগণের ও রাণীর প্রস্থান)

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত।)

রতনে, রতন-মিলেছে কেমন দেখ চেয়ে।

চাঁদের পাশে,—চাঁদ মিলেছে,

ধরায় যুগল-চাঁদের খেলা।

আমোদে দেখ্‌লো সবে,—আমোদ ভরা যুগল রতন।

এ প্রেমের মিলন দেখলে পরে প্রেমে দিন যাবে বয়ে॥

মুঞ্জরী। রাজ কুমারী আমাদের যুবরাজকে পছন্দ হয়েছে তো?

মদা। সখি! যদি মনোমত হয় তব,

লহ তুমি এ রতনে।

মুঞ্জরী। মরমে মরমে, সরমে সরমে,

চাপিয়া রাখি মনের কথা।

গোপনে গোপনে, হৃদয়েরই ধনে

রাখিব হৃদয়ে দিব না ব্যথা।

মদা। কেন কেন সই! গোপনে রাখিব?

মুঞ্জরী। সখি তোমার মনোমত হ'য়েছে, তা, বুঝতে পেরেছি।

যুব-রা। সংসার! মহিমা তোমার বুঝিতে না পারি,

কভু হাসাও,—নাচাও,—কাঁদাও, মানবে,

অনিবার্য্য লালাস্রোত তব, এই সুখ—

পুনঃ—দুঃখ—সুখ—দুঃখ ঘূর্ণমান

অবিরাম গতি, নরের অদৃষ্টাকাশে।
কেহ নারী লয়ে করে কেলি,
যৌবনে উন্মত্ত হয়ে,—কেহ,
সংসারের কোলাহল ত্যজি—
নির্জ্জনে করিছে বাস, সদা আশা,
কেমনে পাইবে সুখ! আরে নর।
তুমি কেবা? নিরবধি পাইবারে সুখ!
কর্ম্মফল তব সুখ দুঃখ বিচারিবে সদা।

মদা। কহ নাথ! বিশ্রাম কি হবে না ক্ষণেক?

যুব রা। এস প্রিয়ে করিব বিশ্রাম।

(সখীগণের গীত।)

ধরলো হৃদয় মাঝে এ নব নাগর।
রাখ সদা চোখে চোখে করিয়ে যতন,
প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে,
প্রেমডোরে বাঁধ হিয়ে,
দেখ যেন না পালায় ছিঁড়ে প্রেমডোর,
হ'য়োনাক একেবারে আবেশে বিভোর॥

যুব রা। আহা! অতি সুন্দর সঙ্গীত,
উন্মাদ করিছে প্রাণ।

মদা। সখীগণ গাও পুনঃ গীত।

(সখীগণের গীত।)

আজি সাজাব মনের মত করিয়ে যতন।
যেখানে যা সাজে সই দিব সেই রতন॥

বাঁধিব কবরী—ফুলকলি সারি সারি,
শিখাব যতন করি—নাগরের মন চুরি,
যুগল চাঁদে মিলাব আজি—যুগল মোরা বড় ভালবাসি,
বিরহ বেদনা ঘুচে যাবে,—হ'লে মধুর যুগল মিলন ॥

(জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি-চা। রাজকুমার, আপনার সখাদ্বয় এসেছেন উদ্যান বাটীতে,
আপনার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন।

যুব রা। প্রিয়ে! আসি আমি,
সখাদ্বয় এসেছে আমার।

মদা। এস ত্বরা বিলম্ব ক'রোনা।

যুব রা। করিব যতন আমি—ফিরিতে সত্বর।

(যুবরাজের প্রস্থান)

মুঞ্জরী। কিলো মান করে বসলি নাকি ?
ভয় নাই এখুনিই আস্‌বে ফিরে!

মদা। না, না, না, এমন কিছুই নয়।

(সখীগণের গীত।)

সখি-গ। কেন ছল কর সখী, ছলনা ত সাজেনা।
প্রেমে কারুর মানা মানেনা,
লাজ ভয় কিছুই রাখে না।
মন ছুটে যায় হাওয়ার মত,—সাথে সাথে তার
যুগল থাকৃতে সদা করে বাসনা।

মুঞ্জরী। ওলো সই, মনের কথা মুখ বলে দেয়,

চাকবি কেমন ক'রে ?

তোমার মন বেড়াচ্ছে হাওয়ার মতন,

নাগরের তরে।

মদা। চল সবে যাই এবে উদ্যান মাঝারে।

(সখীগণের গীত।)

এলায়ে কবরী চল সহচরি কুসুম কাননে।

মাখিয়ে মলয়ে,—হেলিয়ে দুলিয়ে,

কুসুম চয়নে,—আয়লো চলিয়ে।

পরাব চিকণ মালা,—গাঁথি নব প্রসূনে,

শোভা হেরি মনচোরা পড়ে রবে চরণে॥

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



উদ্যান।

(সুশর্ম্মা, দেবশর্ম্মা ও যুবরাজ।)

যুব-রা। দেখ, ভাই এ জগতে প্রাণের সার বস্তু পাওয়া বড়ই কঠিন, তবে তোমরা দুজনে আমায় যেরূপ সৌহৃদ্যে আবদ্ধ করেছ, তা বাস্তবিক পবিত্র ভালবাসা।

সুশর্ম্মা। সখে! আমরা দরিদ্র আপনাকে চাক্ষুস ভালবাসা দেখাতে পারি না কিন্তু অন্তরের কথা সেই ঈশ্বর জানেন।

যুব-রা। দেখ ভালবাসাটা চোখে দেখাবার জিনিস নয়, অন্তরের মধ্যে রাখ্‌বার ও বুঝবার জিনিষ এ ভালবাসা বড় সহজ ব্যাপার নয়, কিম্বা মুখের কথাও নয়, ভালবাসলে এ বিশ্বসংসার প্রেমময় দেখায়। ভাল বাসলে মনে কোন বিকার থাকে না, প্রাণ অতিশয় কোমল হয়, কেবল উদাস—হুতাশ—দীর্ঘশ্বাস ও চখের জল।

দেব-শ। আপনি আমাদের অত্যন্ত ভাল বাসেন, তা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু আমরা তার প্রতিদান কিছুই ক'ত্তে পাল্লেম না।

যুব-রা। ভালবাসার প্রতিদিন নাই, তোমাদের হৃদয় ভালবাসাতে পরিপূর্ণ তা যখন পেয়েছি, তখন আর আমার কোন প্রত্যাশা নাই. তবে একটু কথা এই, বন্ধুর কার্য্য কি ? যখন বিপদ উপস্থিত হয় সেই সময়ই বন্ধুর কার্য্যের পরীক্ষাস্থল।

সুশর্ম্মা। আমাদের অন্তরের ভাব আপনাকে কি করে বোঝাব ?

যুব-রা। তোমাদের অন্তর আর আমায় বুঝাতে হবে না. আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। তোমাদের ভালবাসাময় হৃদয় যখন আমায় দান করেছ তখন মৌখিক বা, লৌকিক, কিছু বুঝতে চাই না।

দেব-শ। ভাই! তোমার কথা শুন্‌তে বড় ভালবাসি, তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও যে ভালবাসা কি বস্তু ?

যুব-রা। শুন সখাদ্বয়!

ভালবাসা এ জগতে অমূল্য রতন!

এ রতনে হৃদিমাঝে ধরে যেই জন
নাহি তার আত্ম-অহঙ্কার—এ সংসার মাঝে,
হৃদি তার উল্লাসে বিভোর, সদা,—
নির্ব্বিকার প্রাণ—বিশ্বময়
হে'রে প্রেমময়, প্রেমে খেলা,
প্রেমে হাসি, প্রেমে আঁখি ঝরে,
কার্য্যতার প্রেম পরিচয়।

(জনৈক দূতের প্রবেশ ।)

দূত। প্রস্তুত সারথি,
অশ্ব লয়ে আছে অপেক্ষায়।

যুব রা। যাও তুমি যাইব সত্বর।

দূত। যথা আজ্ঞা।

(দূতের প্রস্থান)

যুব-রা। এস এবে, সখাদ্বয় মম,
কল্য পুনঃ হবে দেখা।

সুশর্ম্মা। রাখিবেন বন্ধু বলি মনে।

দেব-শ। আমাদের ভুল্‌বেন না।

যুব রা। ও কি কথা বল প্রিয়জন?
কি দোষ করেছ মম পাশে—
যাহে,—অন্তরের অন্তস্থল হ'তে,
দূরে ফেলে দেব. তোমা দোঁহে ;
এবে বিদায়, দেহ মোরে,—
যাই আমি পালিতে পিতার আজ্ঞা।

দেব-শ। আমরাও আসি।

(দেবশর্ম্মা ও সুশর্ম্মার প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া মদালসা ও সখিগণের প্রবেশ।)

যুব-রা। প্রিয়ে! হেথা কেন এসেছ চলিয়ে?
এত ব্যস্ত কি কারণ?

মদা। হৃদয়ের অধিশ্বর! ক্ষণেক না হেরিলে তোমায়.
হুতাশে পরাণ মম হয় অন্ধকার!
কহ নাথ কেন হেন বাণী দাসী প্রতি।

যুব-রা। প্রিয়ে! বৃথা কেন হও বিচঞ্চল,
তুমি হৃদয়ের রাণী
এ হৃদয় পরিপূর্ণ প্রেমেতে তোমার,
কিন্তু বল প্রাণেশ্বরী!
কর্ত্তব্য কি দিব বিসর্জ্জন?

মদা। নাথ! জীবন সর্ব্বস্ব!
দুঃখিনীর হৃদয়ের রাজা তুমি
কহ কার্য্য তব কে রোধিতে পারে?
আমি মাত্র তব চরণের ধূলিকণা,
কি শকতি মম রোধিতে তোমার গতি?

যুব রা। প্রণয় পুতলি! কেন কহ হেন বাণী?
আজি একি কি ভাব তব?
দিয়েছি কি ও কোমল হৃদয়েতে ব্যথা?
বল—বল— বল—কেন—
পদ্মনেত্রে জলকণা হেরি?
ও চারু বদন প্রান্তে হেরিতাম যদা

যে মধুর হাসি,
যে হাসিতে প্রাণ মম করিত উদাস,
সে হাসি লুকাল কোথা ?
হয়েছে কি অভিমান ?

মদা। নাথ ! রাখিবে কি দাসীর মিনতি এক ?

যুব-রা। প্রাণের প্রতিমা !
কেন এই মর্ম্মভেদী কাতর মিনতি ?

মদা। নাথ ! আজি কি জানি কি ভাবে—
ডুবিছে হৃদয় মম,
পূর্ণিমার উজ্জ্বল কিরণরাশি, যেন
নিবিড় তামসী আসি—করিছে আচ্ছন্ন,
বুঝিতে না পারি, কি বিপ্লব ঘটিবে—
অদৃষ্টে মম—নাথ !—আজি,—
যেতে নাহি দিব তোমা,—পর্য্যটন হেতু।

যুব রা। কহ বীরাঙ্গনা ?
একি শুনি তব মুখে !
হৃদি তব স্বরগের ফুটন্ত কমল
দয়া মায়া পরিপূর্ণ। দীন প্রজাগণে
করিতে রক্ষণ নিবারিছ কেন মোরে ?
ঘটনার প্রবল তাড়নে,—যবে এই সিংহাসন
হইবে আসন মম, হবে তুমি রাজ্যেশ্বরী !
কত দীন দুঃখী অনাথ আসিবে
তোমার পদে করিতে প্রার্থনা,
রক্ষা হেতু সে সবারে ; হেরি সে দীন   ১০

প্রজাগণে, কেমনে নীরব রবে ?
কোমল—কমল জিনি অন্তর তোমার,
সহিবে কি তত ব্যথা ?
তাই বলি কর্ত্তব্যেতে কেন দাও বাধা।

মদা। প্রভু !
তব বাক্যে প্রাণ মম নাহি হয় স্থির ;
অন্ধকার—অন্ধকার হেরি চারিদিক।
যেন অশরীরী ছায়া ভ্রমে নিরন্তর ;
মাত্র ছায়া, নাহি হেরি কা । !
পুনঃ হেরি ভয়ঙ্কর দানবের দল !
আসিতেছে বধিতে তোমায়।
নাথ ! নাথ ! যেতে আমি না দিব তোমা,
আজি রাজপুরী হতে।

যুব-রা। প্রিয়ে হের মেলিয়ে নয়ন,
যেন স্বপনের অধিকার হেথা,
এসেছি স্বপনে,—যাইব স্বপনে,
খেলা ধূলা স্বপনের অঙ্গ আভরণ !
হের, এই বিশ্বময়—কত নর দুল্লভ,
মানব জন্ম করিয়ে ধারণ,
মোহ ঘোরে কার্য্য ভুলে যায়,
সদা স্বার্থে করে আকিঞ্চন
নাহি অন্যমন—ভাবেনাক
ক্ষণেক মনেতে—ক্ষণস্থায়ী
লীলা খেলা ভবে।

ধর্ম্মে নাহি ডরে, মজে ব্যাভিচারে,
সদা করে কাম উপাসনা.
জীবনের প্রিয় সহচরী ভার্য্যা গুণবতী!
তাহে ফেলি দূরে, মজে সদা অন্য নারী পরে,
কাচে ধরে যতন করি হৃদয়ের মাঝে,
ত্যজি দুর্ল্লভ কাঞ্চন,—অভিমান
সবার হৃদয়ে—হায়! জ্ঞান চক্ষুহীন!
মনে নাহি ভাবে তিল, একদিন
যেতে হবে এই সব ছাড়ি—তাই বলি
কর্ত্তব্য পালনে যেন তিলেক
না হই পরাঙ্মুখ
সতি! তুমি মম জীবনের সহচরী,
কহ কিবা অভিমত তব?

মদা। প্রভু তুমি স্বামী—দেবতা আমার,
তোমা বিনে এ অধিনী কিছু নাহি জানে,
নাথ আর নাহি বারণ করিবে দাসী
কিন্তু প্রাণ মম কোন মতে ধৈর্য্য
না মানিছে; ভয়ঙ্করী ছায়া আসি,
ঘেরিয়াছে হৃদয় আমার!
সদা যেন—কে মোরে ডাকিছে!
কি বলিব আর, এস নাথ,
কার্য্য সমাধান করি; মাগো!
তনয়ারে কৃপা ক'রো—দিয়োনাক ব্যথা,
অনেক সয়েছি, আর নাহি সহে
হৃদে দারুণ বেদনা।

যুব-রা। প্রাণেশ্বরি !

মনে নাহি আন বৃথা চিন্তার লহরী,
সূর্য্যদেব কিরণ না বিস্তারিতে,
আসিব ফিরিয়ে পুনঃ।

মদা। চল সখী সবে মোরা,

করি গিয়ে দেবীর অর্চ্চনা,
যাহে বিঘ্ন দূর করি।
প্রাণেশ্বরে রক্ষিবেন দেবতামণ্ডল।

যুব-রা। আসি প্রিয়ে।

(সকলের প্রস্থান)

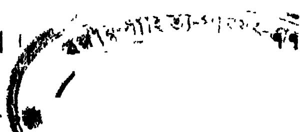
চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন।

(পাতাল কেতু।)

পা-কেতু। হায় ! না দেখি উপায় আর,

প্রতিশোধ কেমনে লইব ?
কি করি, কি করি, প্রাণ মম,
দুঃখেতে ব্যাকুল—ঈর্ষা—ঈর্ষা,—
ঈর্ষায় দহিছে দেহ,
সুযোগ কি পাইব না কভু ?
যাহে দুষ্টে করিয়ে নিধন,
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,



দেবগণে কেমনে হইল সদয়
কোথা ভাই আমি অতি হীন
তব কার্য্যে প্রাণ মম না পারিনু দিতে
ওকে !—কে আসে মানবাকার !
হা ! হা ! হা ! এত দিনে পূর্ণ মনস্কাম
আরে পাপাশয় ! দেখি আজি কেমনে
নিস্তার পাও ।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন—যমুনা তীরস্থ আশ্রম ও পাতাল কেতুর ঋষিবেশ ধারণ ।)

(যুবরাজ মায়া আশ্রমের নিকট গমন ।)

যুব-রা । প্রণিপাত করে দাস ও পদযুগলে ।

ছদ্ম-তাল । চিরজীবি হও ।
রাজপুত্র অনেক দিন থেকে আমার একটি বাসনা আছে, তাহা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই ; বোধ করি অদ্য আমার সে আশা পূর্ণ হইতে পারে যদি তুমি কৃপা কর ।

যুব-রা । আপনার কি কার্য্য আমার দ্বারায় যদি সম্পন্ন হ'তে পারে তাহা প্রকাশ করুন আমি সক্ষম হ'লে তাহা তৎক্ষণাৎ করিব ।

ছদ্ম-তাল । দেথ আমি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রবো, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দানের ক্ষমতা আমার নাই তুমি দয়া করিয়া তোমার কণ্ঠের মণি রত্নময় হার আমাকে প্রদান কর তাহা হইলে আমার দক্ষিণা দানের কার্য্য উহার দ্বারায়

সম্পন্ন করি। এবং আর একটি মিনতি এই—যে, আমি জলপতি বরুণের উপাসনার নিমিত্ত এই যমুনার সলিল মধ্যে গমন করিব, যতক্ষণ আমি ফিরিয়া না আসি তাবৎ এই আশ্রম যদি রক্ষণাবেক্ষণ কর তাহা হইলে আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়।

যুব-রা। হে মুনে!

লহ এই রত্নহার মম, পুরাও বাসনা তব।
যাও তুমি সলিল মাঝারে
রব হেথা রক্ষক হইয়ে তব,
যাবত না ফিরে এস তুমি
প্রফুল্ল অন্তরে কার্য্যে হও অগ্রসর।

ছদ্ম তাল। ধন্য তুমি!

দেবকার্য্যে মতি আছে যার,
এ সংসার সুখময় তার।
এবে যাই আমি,
আসিব ত্বরায় পুনঃ সম্মুখে তোমার।

(যমুনায় অবতরণ ও সলিল মধ্যে অদৃশ্য হওন।)

যুব-রা। কেন আজি অতৃপ্ত অন্তর মম!

প্রকৃতির মানস মোহন শোভা,
অন্তর মোহিত করে,—
কেন তার পরিবর্ত্তে অশান্তির ছায়া?
যেন শূন্যময় হৃদয় আমার,
কি জানি কি আছে ললাট লিখনে,—মম;
কত কথা পড়ে মনে আজি,

বৃথা চিন্তা করি কি কারণ ?
অনিবার্য্য ঘটনার স্রোত
ঘটিবে নিশ্চয় যাহা আছে মম ভালে।

(ইতস্ততঃ বিচরণ ও আশ্রম সংলগ্ন লতা হইতে পুষ্পচয়নে উদ্যত ও মায়া আশ্রম পরিবর্ত্তন।)

একি ! কোথা সে আশ্রম !
কোন জন করে হেন ছল ?
আছে কি প্রচ্ছন্ন বৈরী লুকায়ে কোথাও ?
বুঝিতে না পারি কিছু,
দানবীয় মায়াজাল বেড়িল কি মোরে !
প্রাণ মম হতেছে চঞ্চল,
হে দেবমণ্ডল। কৃপা করি উদ্ধার
এ দাসে,—শঙ্কায় আকুল অন্তর মম,
একি ! প্রাণ মম কাঁপে থর থরি,
আজি ফুরাবে কি জীবনের খেলা।

(গালবের প্রবেশ)

যুব-রা। নমস্কার করে দাস ও পদযুগলে,
কহ দেব কিবা কার্য্যে কোথায় গমন ?

গালব। বৎস হেথা কেন ?

যুব-রা। ছিনু আমি রক্ষক হইয়া এক মুনির আশ্রমে,
কিন্তু করস্পর্শ মাত্র, সে আশ্রম
মিশে গেল ধরণীর সনে, গেছে ঋষি
এই যমুনার সলিল মাঝারে।

গালব। হে কুমার!
পালাও সত্বর, যে দুষ্ট দানবে পূর্ব্বে
করেছ নিধন, ভ্রাতা তার
রয়েছে জীবিত; ছলে তোমা
বধিবার তরে, করিয়াছে এ কৌশল!
যাও ত্বরা ত্যজি এই মায়ার আশ্রম।

যুব-রা। কৃপা করি রক্ষা মোরে করিলেন আজি,
যাই আমি রাজ্যমুখে।

গালব। এস' তুমি, যাই আমি আশ্রম সমীপে।

(গালবের প্রস্থান)

যুব-রা। শত্রু হেরে পালাতে শেখিনি কভু!
ভয়—ভয়—হা! হা! হাসি পায় শুনে কথা,
ভয়—এ হৃদয়ে কোথা স্থান পাবে?
এই ভবে আসিয়াছি যবে,
একদিন নিশ্চয় মরণ,
তবে ভয় কারে?
দেখি কোথা পাপাত্মা দানব।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর কক্ষ।

(রাজা, মন্ত্রী, সভাসদগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি।)

রাজা। কহ মন্ত্রী সংবাদ কি পাইয়াছ কিছু ?

মন্ত্রী। হের মহারাজ! আগত জনেক দূত।

(দূতের প্রবেশ)

(দূতের প্রতি) কি সংবাদ আনিয়াছ কহ ত্বরা,

দূত। মহারাজ! খুঁজিলাম সর্ব্বস্থানে, কিন্তু
কোনমতে না পাইনু সন্ধান তাঁহার।
জিজ্ঞাসিনু বনবাসী ঋষিগণে
যারে আমি পাইনু সম্মুখে,
কেহ নাহি কহে কোন কথা,—
পঞ্চশত আসোয়ার ঘুরিছে চৌদিকে,
সতর্কেতে সবে করিছে সন্ধান,
এখনও ফেরে নাই কেহ।

(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ)

দ্বি-দূত। মহারাজ! জনেক যোগী আপনার নিকট সাক্ষাৎ প্রার্থনা কচ্ছেন।

রাজা। সম্মানের সহিত নিয়ে এস,—মন্ত্রী আজ আমার যেন কি একটা মহাবিপদ ঘটবে বলে বোধ হচ্ছে।

মন্ত্রী। কি বিপদ মহারাজ! আপনার বিপদ ঘটবে ? তা হলে এ সংসারে নির্ব্বিবাদী কে ?

রাজা। মতিমান জেন স্থির
মানবের অদৃষ্টপটে, সুখ দুঃখ
পরে—পরে করিছে ভ্রমণ,
চিরদিন কিছু নাহি রয়,
কালস্রোত চলেছে প্রবল বেগে
অরোধক, গতি তার!

(ঋষিকে লইয়া জনৈক দূতের প্রবেশ)

(নমস্কার পূর্ব্বক) কহ দেব ?
কি কারণে এসেছ হেথায় ?

ছদ্ম-ঋষি। মহারাজ! কি কহিব দুঃখের বারতা
কহিতে সে কথা বক্ষফাটি
বাহিরায় প্রাণ।

রাজা। কহ সত্বরে, ঘটেছে কি,
অমঙ্গল কিছু মম ?

ছদ্ম-ঋষি। হে নৃপতি!
পুত্র তব দানব সমরে,
পড়িয়াছে ধরাতলে।

রাজা। অঁ্যা একি কহ প্রভু! পুত্র নাই! পুত্র নাই! আহা কি হ'ল! কি হ'ল ? হায় হায় কুমার নাই কুমার নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! স্থির হ'ন, ঘটনা সব শুনুন এখুনিই অধীর হবেন না।

রাজা। কুমার! কুমার কোথায়! কুমার বাপধন—সন্তান আমার। বৃদ্ধ পিতাকে কি দোষে ত্যাগ কল্লে ? হা ঈশ্বর!

চিরদিন ধর্ম্মপথে থেকে শেষে বৃদ্ধের মস্তকে বজ্রাঘাত কল্লে হায়! হায়!

(বেগে রাণী ও মদালসার প্রবেশ)

রাণী। প্রাণেশ্বর কোথায় নন্দন মম?

রাজা। রাণী! পাখী উড়ে গেছে ভাঙ্গিয়ে পিঞ্জর!

রাণী। প্রাণেশ্বর! কি কহিলে?

(মূর্চ্ছা ও পতন)

মদা। মাগো! এই ছিল অদৃষ্টেতে মম!

(মূর্চ্ছা ও পতন)

রাজা। অহো! কি হয়ে গেল, কি হয়ে গেল,
পুরী অন্ধকার! শ্মশান—শ্মশান
বুক ভেঙ্গে গেল! কে এল,
কোথায় গেল, কুমার কোথায়?

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন, দেখুন রাণীমাতা মূর্চ্ছাগত, বধূমাতা শোকে উন্মাদ প্রায়, আপনি অধীর হলে, এঁদের কি করে শান্ত করব?

রাজা। কহ পরিচারিকাগণে, লয়ে যেতে দোঁহে অন্তপুরে।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

আহা! বৎস আমি নিজের মুখ উজ্জ্বলের হেতু, তোমায় শমনের করাল কবলে অর্পণ করিলাম কুমার ঋতধ্বজ কোথায়? একবার দেখা দিয়ে যাও, বাপ্‌রে! আজ রাজপুর হাহাকারে পরিপূর্ণ, দুলাল কুমার আমার নয়নের আনন্দ পুত্তলি, কি দোষেতে আমাদের ছেড়ে গেলে!

রাণী। মহারাজ!
সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর তুমি,
এনে দাও দুলালে আমার।

মহা-রা। রাণী! সে রতন নাহি এ ধরণী'পরে।
ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে
আর নাহি পাবে দেখা।

রাণী। হা—পুত্র—

(মূর্চ্ছা)

মদা। কি হবে মা? দুঃখিনীর কেহ নাহি আর।

(রাণী ও মদালসাকে লইয়া পরিচারিকার প্রস্থান)

জ-ঋষি। হে মহামতি!
কার তরে কর এত করুণ ক্রন্দন?
সংসারেতে কেবা কার?
ভাব মনে মুদিলে নয়ন,
অন্ধকার বিনা আর কিছু নয়নে না হেরে
তবে কার তরে শোক কর?
কেবা মাতা—কেবা পিতা—কেবা প্রাণের প্রেয়সী
মাত্র মায়ার বন্ধন, যত দিন রহে জীব ভবে
কার্য্য কারণের সূত্রে আবদ্ধ সবাই—যবে শেষ হয়
এ ভবের লীলা, কেটে যায় মোহ ঘোর,
নাহি থাকে সম্বন্ধ বন্ধন;
হের পত্নী, পুত্রবধূ তব, পড়িয়া ধরণী তলে,
তুমি না বোঝালে বল কেমনে
নারীর বুক বাঁধিবারে পারে?

রাজা। হে ঋষি! গৃহীর ব্যথা তুমি কি বুঝিবে বল?

ছ-ঋষি। রাজন্! শান্ত কর মন
শুন সার তত্ত্ব—কহি সবিস্তার
আসিয়ে ধরণীতলে,
কত তপস্যার ফলে,
হেরে নর সন্তানের মুখ,
কত যত্নে, কত দুঃখে, সন্তানেরে
করিল পালন, যবে পুত্র হইল
বয়স প্রাপ্ত, নিয়তির ফেরে
চলে গেল, ফাঁকি দিয়ে,
তবে কিবা হেতু, সেই ক্ষণস্থায়ী,
জীবপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

রাজা। ঋষি! আমায় ক্ষমা করুণ, আপনার কথা এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! কালো—কালো—চারিদিক কালো, দুলাল বাপরে কোথায় তুমি একবার এস তোমায় দেখি, প্রাণটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না, কুমার নাই—অসম্ভব! কে বল্লে; মিথ্যা—মিথ্যা, কৈ প্রমাণ দাও, নতুবা তোমায় আবদ্ধ কর্‌বো।

মায়া-ঋ। মহারাজ! নহি মিথ্যাবাদি আমি,
হের এই তব পুত্রের কণ্ঠের ভূষণ
লহ নিদর্শন—এবে আসি আমি প্রভু।

(ঋষির প্রস্থান)

রাজা। একি! একি সেই হার! একি আমার সন্তানের গলার হার? আর অবিশ্বাস কি? অহো এই পুণ্যের

সংসারে এত দুঃখ, এত অশান্তি! তবে শান্তি কোথায়? হায়! তোমাতে আর আমার প্রয়োজন নাই, যাও তুমি দৃষ্টির বাহিরে যাও। রত্ন! যেথায় তোমা অপেক্ষা উজ্জল রত্ন চলে গিয়েছে সেথায় যাও।

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন বৃথা শোকে ফল কি?

রাজা। চল—চল—চল—যুদ্ধে চল। দেখব কোন নরাধম আমার সেই বুকের ধনকে বধ করেছে, তার কত বল বুঝ্‌বো চল—চল—চল !!!

মন্ত্রী। মহারাজ! ধীরে যান

(ত্বরিতে প্রস্থান, পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান ও রাজসখার প্রবেশ)

রা-সখা। সংসারে যত বিপদ শুধু এই স্ত্রীলোক নিয়ে। আহা! সোনার রাজ সংসার ছারখার হয়ে গেল এখন আর দিনকতক রাজবাটিতে আস্‌ব না, যদি ভগবান দিন দেন, তাহ'লে আবার আস্‌ব। হে শঙ্কর! এমন কাজও ক'ল্লে? আর তোমারি বা দোষ কি দিই, তুমি নিজেই নারী নিয়ে কতকীর্ত্তি দেখালে. সতী দেহ স্কন্ধে করে কত স্থানে ঘুরলে, শেষে গোপিনী রঞ্জন সুদর্শনে কেটে খান খান কল্লেন! কথায় বলে, বড গাছে, যত ঝড় সয়! তা সক বাবা, আমরা গরিব! আমাদের উপর যেন ঝড়, বাতাস না বয়! যাই গুটী গুটী বাড়িতে যাই. ভেবে কি করব? ভাবনার শেষ নাই! নারী চরিত্র—বোঝা ভার!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর নিকটস্থ কানন।

(মদালসা, মুঞ্জরী ও সখীগণ।)

মদা। প্রাণেশ্বর কোথা তুমি ?
একবার দেখা দাও, অভাগীর প্রাণ যায়।
নাথ! তুমি নহেত নির্দয়, তবে
কেন দাও প্রাণেতে বেদনা ?
আরে বিধি! কোন দোষে,
কেড়ে নিলি মম হৃদয়ের ধনে ?
কোথা যাব ? কোথা গেলে নাথে পাব
তরুরাজি দেখেছ কি নাথেরে আমার ?
বল —বল কোথা মম প্রণেশ্বর ?
এই দেখ আমি তাঁর দাসী,
পদসেবা হেতু যাব তাঁর কাছে,
দেহ দেখাইয়ে পথ, হায় কি দোষ
করেছি পদে, তাই প্রভু ছেড়ে গেলে ?

মুঞ্জরী। সখি! সুস্থ হও কি ক'রবে বল ? বিধাতার লিপি কে খণ্ডন ক'র্ত্তে পারে ?

(গীত।)

মদা। সই অন্তিমে অন্তরে সাধ রহিল বাকি।
অসার সংসারে আর কি সুখেতে থাকি ॥

সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে,
মোহ ঘোর কেটে গেছে,
প্রাণনাথ বিনে আর রহিতে না পারি
পুরিল না মনসাধ প্রাণেশ দিয়েছে ফাঁকি ॥

(সখীগণের গীত।)

সখি-গ। কেমনে প্রাণ সই, বিদায় দিব তোমারে।
ও মোহন ছবি আঁকা মোদের যে অন্তরে ॥
দিবনা ত্যজিতে প্রাণ,
থাকিতে মোদের প্রাণ,
তোমায় ছেড়ে শূন্য পুরে কি নিয়ে রব আর,
যেওনা চরণে ঠেলে, দিওনা যাতনা ভারে ॥

মদা। সখি! আর আমার সময় নাই, নাথ আমায় ডাকছেন, বিলম্বে তিনি ব্যাকুল হবেন, আমায় বিদায় দাও, আর থাক্‌তে পারি না। নাথ! তোমার মনে এই ছিল! দাও চিতা প্রজ্জ্বলিত করে দাও ; আর বিলম্ব ক'রো না।

মুঞ্জরী। সই নিতান্ত কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, সই সই তোমার বিহনে আমরা এ সংসারে কি নিয়ে থাক্‌ব।

মদা। আর কেন আমায়, মায়ায় জড়িত কর, দাও বিদায় দাও, নাথ! দেখ, এই আমার সাধের বাসর, এই আমার বেশ ভূষা। যাও চিতা প্রজ্জ্বলিত কর।

মুঞ্জরী। ওমা তারা! এই ছিল তোর মনে.
সখী তোমা বিনা যে রাজপুরী অন্ধকার হবে।

(সখী কর্ত্তৃক চিতা প্রজ্জ্বলিত করণ।)

মদা। প্রাণনাথ! মনের সাধ মনেই রহিল, কত আশা মনে তার কিছুই পূর্ণ হ'ল না, হা অদৃষ্ট! পূর্ব্বজন্মে কত পাপই করেছিলুম, তাই কিশোরে পতিধনে বঞ্চিত হ'লেম। নাথ! আমার যে এখনও কোন সাধ মেটেনি তোমার রূপ দেখ্‌বার জন্য যে চক্ষু একদৃষ্টে তোমার পানে চেয়ে থাক্‌ত?—তার সাধ অপূর্ণ রয়েছে! এই পঞ্চ ভৌতিক দেহ যাহার দ্বারা তোমায় সেবায় পরিতুষ্ট ক'রতুম.—তার যে বিন্দুমাত্র সাধ মেটেনি! যে প্রাণ, সর্ব্বদা তোমার প্রাণে মিশিয়ে থাক্‌ত,—সে এখন একাকী পড়ে অন্তরে মহা হাহাকার ক'চ্ছে! নাথ! তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছো আমিও তোমার কাছে এখুনি যাব, ওই চিতা জ্বলছে।

সই। তোমরা আমায় ক্ষমা করো. পূজনীয় শ্বশুর, শশ্রূমাতা ও গুরুজনদিগকে আমার অপরাধ নিতে বারণ করো, আমি অতি হতভাগিনী তাঁদের চরণ সেবা ক'র্‌তে পাল্লুম না. তাঁদের জানিও যে জন্মের মত বিদায় কালে এ দাসী তাদের পদে কোটী কোটী নমস্কার করেছে। মাগো হররাণী! দুঃখিনী কন্যাকে কোলে লও, বৈশ্বানর প্রণাম চরণে।

(চিতারোহণ)

মুঞ্জরী। আহা! রাজলক্ষ্মী চলে গেল,
পুরী শূন্য হ'লো।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। কোথা বধূমাতা মম?

মুঞ্জরী। মাগো! রাজরাণী চলে গেছে, ভবধাম ছাড়ি।
হের ঐ প্রজ্জ্বলিত চিতা।

রাণী। ওমা কোথা গেলে জননীরে ছাড়ি?
(পতন ও মূর্চ্ছা, সখীগণ কর্ত্তৃক শুশ্রুষা করণ)

মুঞ্জরী। মাতা স্থির হ'ন, আপনি অস্থির হলে, আমরা কোথায় যাব? ওমা আমাদের যে কেউ নেই মা।

রাণী। কোথায় দুঃখিনীর পুত্র, পুত্রবধূ, দেরে এনে দেরে যুগল রতনে।

(রাজা মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাণী। (উঠিয়া) প্রাণনাথ! সব ফুরিয়ে গেছে, সব ফুরিয়ে গেছে, পুত্র নাই পুত্রবধূ রাজলক্ষ্মী নাই! ঐ দেখ ভস্মরাশি পড়ে আছে, তোমার পুত্রবধূর ভস্মরাশি!

রাজা। অ্যাঁ লক্ষ্মী ছেড়ে গেল?

রাণী। হ্যাঁ মহারাজ! লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে, সব গেছে, শশ্মান—শশ্মান।

রাজা। অহো! বুক ফেটে গেল,—বুক ফেটে গেল,—কোথায় গেল? চারিদিক কালো, চারিদিক কালো, আঁধার—আঁধারের ভিতর ও কি! ও কে! কুমার? ও কি! নরকায় কেন? একি! কোথায় আমি! সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌ছে, পৃথিবী কাঁপ্‌ছে,—পাহাড় কাঁপছে।

মন্ত্রী। একি! উন্মত্ত হলেন নাকি?

রাণী। মহারাজ! তুমি রাজা, হা—হা রাজ রাজেশ্বর! অধিকার

শশ্মান ভূমি প্রজাবর্গ, তোমার যত অশরিরী, ভূত. প্রেত দানা, দৈত্য ।

(জনৈক ঋষির প্রবেশ)

ঋষি। মহীপতি! হও শান্ত;
বালকের মত হয়োনা অধীর;
কেন কর খেদ, ভাগ্য তব কহা নাহি যায়
ব্রাহ্মণের কার্য্যে পুত্র তব দিল প্রাণ
সেই হেতু গোলকে পুলক ভরে
গিয়েছে চলিয়ে পতিপ্রাণা পুত্রবধূ তব,
পতি তরে, অকালে ত্যজিল প্রাণ,
ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনে কীর্ত্তি ভিন্ন
কিবা আছে আর? কর মতি স্থির।

(যুবরাজের প্রবেশ)

যুব-রা। পিতা প্রণাম চরণে,
একি! মাতা কেন পড়িয়া ধরণীতলে?
একি ভাব সবাকার! কানন মাঝারে
কেন সবে; মাতা—মাতা—মাতা—!

রাণী। এ কে! বাপরে কোথা ছিলি,
মাতারে ছাড়িয়া?

যুব-রা। কই পিতা? একি অভিনয় আজি!

রাজা। একি! আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা!

যুব-রা। কহ মন্ত্রী। কিবা কার্য্যে,
রাজরাণী কাননে এসেছে চলি?

মন্ত্রী। যুবরাজ ঘটনা কি বলব ! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি, একি কোন দেব দেবীর ছলনা ! যুবরাজ ! একজন ঋষি আসিয়া রাজ সমীপে সংবাদ দিলেন যে, যুবরাজ দৈত্য-গণের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছেন, এবং আপনার কণ্ঠহার তার নিদর্শন স্বরূপ রাজকরে প্রদান করিলেন, তৎপরে এই ঘটনা।

যুব-রা। সত্য এ ঘটনা,
ছলিয়াছে দানব আমায় !
পিতা চলুন প্রাসাদে,
কি বিষাদে পড়িয়ে হেথায়.
এইত এসেছি ফিরে।

রাণী। ওরে কি কহিব তোরে আর !
কি লয়ে ফিরিব ঘরে,
বধূমাতা ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে !

যুব-রা। কে ! মদালসা !

রাণী। শুনি তব মৃত্যুর বারতা,
জ্বলন্ত অনল মাঝে, ত্যজিয়াছে প্রাণ।

যুব-রা। (স্বগতঃ) কি ! প্রিয়ে নাই !
(প্রকাশ্যে) যাও মাতা অন্তঃপুরে,—

রাণী। মা জগৎ জননী !
কোন মহাপাপে হেন শাস্তি,
দিলে মো সবারে।

(রাজা, মন্ত্রী ও রাণীর প্রস্থান)

যুব-রা। (স্বগতঃ) প্রাণেশ্বরী ! ছেড়ে গেছে এ দাসেরে ?
কহ কোন দোষে ত্যজিলে আমায় ?
প্রিয়ে ! অভাগা যে, তোমা বিনে
অন্ধকার হেরে ত্রিসংসার ;
আঁধারে আমায় ফেলে কোথায় পালালে ?
হৃদয়ের আলো কোথা তুমি ?
একবার দেখা দাও,
প্রাণ রাখ অভাগার ;
সোহাগেতে বলেছিলে,
"নাথ তোমা বই আমি আর কার" ?
রাখ কথা দেহ দেখা একবার,
যায় প্রাণ তোমা বিনে।
আহা পতিপ্রাণা সতী মম
"মিথ্যা মৃত্যু বাণী" শুনি,—
ত্যজিয়াছে ধরাধাম।
আমি অভাজন এখনও রয়েছি বেঁচে !
ভগবান ! কোন দোষে করিলে দুর্গতি ?
দিলে যদি অমূল্য রতন,
তবে কেন নিলে কেড়ে সাধ না পুরিতে ?
(দূরে মুঞ্জরীকে দেখিয়া)
মুঞ্জরী মুঞ্জরী কোথা মম প্রাণেশ্বরী ?

মুঞ্জরী। হায় কি বলিব !
বুক ফাটি বাহিরায় প্রাণ—
কহিতে সে নিদারুণ বাণী !

যুব রা। মুঞ্জরী বল কোথা সখী তব ?

মুঞ্জরী। কুমার!
ফাঁকি দিয়ে গেছে চলি সখী।

যুব-রা। সত্য সে যে দেবের বাঞ্ছিত রত্ন!
তুচ্ছ নর সনে—কেমনে রহিবে ?
আমি নরাধম কত ব্যথা দিয়েছি তাহারে,
হে বিধাত! লিপী তব অপূর্ব্ব,—অখণ্ড,
কি খেলা খেলিছ সদা মানবেরে লয়ে,
কভু স্বর্গে তুলে দাও,
পুনঃ একেবারে বুক ভেঙ্গে দাও,
একি লীলা তব ?
নির্দ্দোষীরে করিয়া ব্যথিত!
পাও কিবা ফল ? স্বধর্ম্ম তোমার এই ?
অথবা পরের ব্যথা বুঝিতে জাননা ?
হৃদয় তোমার কঠিনতাময়,
কহ বিধি! একি তব সদাশয়তা ?
জাননা—বোঝনা কি বেদনা!
পাওনি এ মন ব্যথা হৃদয়ে তোমার!
ওহো প্রাণেশ্বরী! কোথা তুমি

মুঞ্জরী। যুবরাজ! এই লও কণ্ঠহার তব,
দিয়েছেন সখী মোরে।

যুব-রা। একি! এযে আমার হার!

মুঞ্জরী। এই হার বুকে রেখে ত্যজেছেন দেহ।

যুব-রা। হার! দূর হও!
যাও তুমি অনন্ত সলিল মাঝে,
এই হার অনিষ্টের মূল মম,
প্রাণেশ্বরী— জীবন সঙ্গিনী কোথা যাব?
কোথা গেলে তোমা পাব!
যদি দেখা নাহি দাও, বল শূন্য হতে,
কোথা গেলে তোমা পাব!
হৃদয় রঞ্জিনী! কেন মোরে ফাঁকি দিলে।

(দেবশর্ম্মা ও সুশর্ম্মার প্রবেশ)

দেবশর্ম্মা। সখা! সখা! একি লীলা তব আজি?

যুব-রা। কেও! প্রাণেশ্বরী ফিরে এলে?

সুশর্ম্মা। সখা! হের মেলিয়ে নয়ন.
এসেছি আমরা তব পাশে।

যুব-রা। আর কেন? আর কেন?
হেরিতে এসেছ সখার বয়ান?
সখা তোমাদের নহি আর,
হের? আমি পত্নীঘাতী মূঢ়!
হা—হা—হা! সতী নারী বধিয়াছি,
নিজ বুদ্ধি দোষে।

দেবশর্ম্মা। সখা! তুমি একটু স্থির হ'য়ে আমাদের কথা শোন; তোমার দুঃখের কাহিনী শুনে, তোমার কাছে এসেছি, সখা অধীর হওয়া কিকর্ত্তব্য?

যুব-রা। কি শুনব ? কি শুনব ?
সখা ! দেখেছ কি কোথা পত্নীঘাতী ?
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ?

দেবশর্ম্মা। মতিমান্ !
প্রপঞ্চ সংসার মাঝে কেহ কারু নয়,
মাত্র মায়ার ছায়া পড়ে হৃদি মাঝে
ভাব মনে, যারে তুমি প্রাণ দিয়ে,
বেসেছিলে ভাল,—করিতেছ তুমি এত দুঃখ,
কৈ এবেত সে না দেয় উত্তর !
দৃষ্টি ধায় যত দূর—সবই মিথ্যা,
তবে কেন হও বিচঞ্চল ?
অলীক এসব,—যত বাড়াও লালসা ;
আবদ্ধিবে ততোধিক মায়ার বন্ধনে ?

যুব-রা। কোন মতে মন নাহি বুঝে.
চলেছে প্রবল স্রোত জীবন প্রবাহে,
নাহি হবে স্থির।
আর না রহিব ঘরে,
যাব চলে যথা দৃষ্টি যায় মম।

দেবশর্ম্মা। সখা ! হয়োনা অধীর।
সৃষ্টি রক্ষা হেতু—মায়ার সৃজন;
প্রেমের বন্ধনে, রহে ভবে জীব সমুদয়,
সেই মমতা বন্ধন হ'তে,
যেই জন আপনারে রাখে দূরে,
আত্মা তার পরিপূর্ণ তন্ময় ভাবেতে।

যুব-রা। কেন বৃথা কর আকিঞ্চন,
না পারিবে কোন মতে বুঝাতে আমায়,
সখা ত্যজ সঙ্গ, কেন আর রহ
মোর সনে—যাব ঘোর বনে
আত্মার বিকার উদিত সম্মুখে মম!
আর নাহি সংসারেতে রব,
যে দেবীর উপাসক আমি,
হৃদয় মন্দির হতে,—গিয়েছে সে দেবী!
এবে তার ধ্যানে ফিরি বনে বনে,
কাটাইব নিশিদিন।

দেবশর্ম্মা। সখা! অনুরোধ মম, রহ গৃহে,—
দিন ত্রয় আর,
তার পর যেও চলে যথা ইচ্ছা তব।

যুব-রা। রব হেথা কার তরে আর!
শূন্যাকার চারিদিক,
স্থির না রহিতে পারি,
সখা তুমি মম,—রব হেথা,
তব অনুরোধ রক্ষা হেতু
তিন দিন আর।

দেবশর্ম্মা। এবে আসি মোরা।

(উভয়ের প্রস্থান)

যুব-রা। কি আশ্চর্য্য! একি ভাব সংসারের,
বুঝিতে না পারি কিছু!

যদি মায়ার বন্ধন, সৃষ্টি স্থিতি হেতু,
তবে কেন হয় লয় ?
এইত ফুরাল মম সংসারের খেলা,
ক্ষণস্থায়ী সব, এই আছে— এই নাই
হেন স্থানে বিশ্বাস কোথায় ?
মিথ্যা সব, আমি মিথ্যা —তুমি মিথ্যা,
মিথ্যা ধরাময়,
মিথ্যারে করিয়ে সাথী ফিরে নরগণ
কভু হয় ধনপতি, কভু পথের ভিখারী,
হাসি কান্না—সহচর দোঁহে,
সার হীন কার্য্যে নিরন্তর
ফেরায় মানবগণে !
ফুরায়েছে – ফুরায়েছে কায্য মম,
চল—চল পাপস্থান ত্যজি,
দেখি কোথা সত্য অধিকার ;
ছি ছি এই স্থান মানবের-—
শান্তি নিকেতন !

(প্রস্থান)



পা[illegible]ঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাতাল—নাগরাজ গৃহ।

(অশ্বতর, দেবশর্ম্মা, সুশর্ম্মা)

অশ্ব-ত। কহ বৎস ! একি ভাব তোমা দোঁহাকার,
কেন নীরব ভাবেতে রয়েছ বসিয়া ?

দেবশর্ম্মা। পিতা কি কহিব দুঃখের বারতা,
যেই রাজ পুত্রসনে, হয়েছিল সখ্যতা বন্ধন,
পত্নী তাঁর—শুনি স্বামীর মিথ্যা মৃত্যু বাণী,
ত্যজিয়াছে তনু অগ্নি মাঝে,
পূর্ব্বাপর জান সমুদায়, অধিক কি
কহিব তোমায়, সর্ব্বজ্ঞ সংসারে তুমি ;
তাত-নাহিক উপায় কোন ? যাহে
পুনর্ব্বার কুমারের হেরি হাসি মুখ,
বড় ভাল বাসিতেন মোরে,
তার প্রতিদান—পারিব কি দেখাইতে পিতা ?
কহ দেব—জীবিত কি হইবে কুমারী পুনঃ ?

অশ্ব-ত। শুন বৎসদ্বয়!
দেবের প্রসাদে অমঙ্গল হয় দূর,
কিন্তু মৃত ব্যক্তি জীব নাহি পায়।

সুশর্ম্মা। তাত যদি তুমি কর কৃপা,
বাসনা মোদের পূরিতে নহেক বড় কথা,
আহা! রাজপুত্র বড় দুঃখী!
হেরি তাঁর করুণ রোদন
মোরা দোঁহে না পারিনু রহিতে তথায়,
পুণ্যাত্মার এ হেন দুর্গতি কেন?

লয় বিনা নাহি হয় উন্নতি সাধন
সৃষ্টি—স্থিতি—লয় বিনা
সংসার না হয় রক্ষা
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি,
কে তাহা করিবে রোধ,
কর্ম্মফল যার যেইমত,
সুখ দুঃখ সেইমত তার,
ছিল লেখা অদৃষ্টেতে এ দারুণ শোক,
ফলিয়াছে সময়েতে।

দেবশর্ম্মা। কৃপাময়! তব কৃপা ভিন্ন আর
নাহিক উপায়, দেহ পদরেণু,
যাহে দুস্তর এ সংসার সাগর
নির্ব্বিঘ্নেতে পার হয়ে যাই,
ধর্ম্মপথে অবিরত মতি যেন রয়।

অশ্ব-ত। কহ বৎস!
রাজপুত্র পেয়েছে কি দারুণ শোক?
যাহে তোমা দোঁহে ব্যথিত অন্তর।

দেবশর্ম্মা। পিতা কি কহিব সে শোক কাহিনী!
বর্ণনায় শেষ নাহি হয়,
পত্নীবিনা ধরাশূন্য তাঁর
উন্মত্তের প্রায় চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ান
বোধ হয় জীবন তাঁর—বহু দিন আর,
না রবে ধরায়।

অশ্ব-ত। পুত্র! হয়োনা অধীর.
রেখ মতি শঙ্করের পদে
কৃপায় তাঁহার মনো আশা পূর্ণ হবে।
যাব আমি হিমালয় তলে,
শঙ্করের উপাসনা হেতু।

দেবশর্ম্মা। পিতা কি কহিব কত যে আনন্দ মনে,
পিতা. পিতা, জীবিত কি.
হবে পুন রাজার নন্দিনী?

অশ্ব-ত। তোমাদের পিতৃব্য এবং আমি এখুনিই হিমালয়ের পদ প্রান্তে ধ্যানে মগ্ন হব, সেই যোগেশ্বরকে তপে তুষ্ট কর্ত্তে পাল্লে তোমাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ হবে, সন্দেহ নাই. এখন দেখি সেই পরমারাধ্য শ্মশান-বিহারী ভোলানাথ কি করেন, তোমরা স্থির হও, কিছুকাল অপেক্ষা কর. সত্বরই জান্তে পারবে।

(প্রস্থান)

সুশর্ম্মা। কহ ভ্রাতা,—যাবে কি হে
রাজ পুত্র সনে দেখা করিবারে ?

দেবশর্ম্মা। ভাই !
পিতৃদেব গিয়াছেন—সহিত পিতৃব্য,
দেবাদেব শঙ্করের উপাসনা হেতু.
যদি পূর্ণ হয় মনোরথ,
হাসি মুখে যাব ভাই কুমার সদনে,
নহে আর নাহি যাব,
হেরিতে সে মলিন বয়ান।

সুশর্ম্মা। আহা ! বাসনা কি পূরিবে মোদের ?

দেবশর্ম্মা। এস ভাই ! দুই জনে সেই উমাপতিকে একমনে ডাকি নিশ্চয় দয়াময় আমাদের বাসনা পূর্ণ করবেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



হিমালয় পর্ব্বত।

(নিম্নে—অশ্বতর ও কম্বল)

অশ্ব-ত। কহ ভ্রাতা শঙ্কর কি দেখা দিবেন না ? দয়াধার কি দীন জনে দয়া করবেন না ?

কম্বল। ভাই একমনে তাঁর ধ্যান কর. নিশ্চয় তিনি সদয় হবেন।

অশ্ব-ত। তবে এস ভাই আমরা দুইজনে তাঁকে প্রাণভরে ডাকি।

(অশ্বতর ও কম্বলের গীত)

শিব শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর পশুপতি পরমেশ।
নিত্য নিরঞ্জন—বিভু বিশ্ব নিকেতন,
ক্রোধ কাম হীন—নির্ব্বিশেষ সনাতন,
তংহি অনাদি অনন্ত সৃষ্টিস্থিতি, লয়—প্রলয়কারী,
জয় পূর্ণ পরাৎপর—পার্ব্বতীপতি—পঞ্চানন দেবেশ ॥

(সহসা পর্ব্বত বিদীর্ণ হওন ও হরপার্ব্বতীর প্রকাশ)

অশ্ব-ত। আহা! মরি মরি কিবা অপরূপ রূপ!
ভাই, হের মেলিয়ে নয়ন,
সম্মুখে মোদের পরম ঈশ্বর—উদিত যুগলরূপে,
ভক্তমন হরা, সাধকের সর্ব্বস্ব ধন,
কৃপায় দেছেন দেখা,
ত্রিলোকের জনক জননী—হের ঐ,
শিখর পরে, মা, মা বলি ডাক ভাই,
দেখি মা আমার কেমনে রহিবে স্থির!

(অশ্বতর ও কম্বলের গীত)

মা, অপার মহিমা তোমার কে বুঝিতে পাবে?
ওমা জগৎ জননী ত্রিতাপ হারিণী কৃপাকর দীন পরে ॥
মানব মনের ব্যথা,
জানতো জানতো মাতা,
তবে কেন কৃপাময়ী রয়েছ নীরবে মাগো,
ডাকিছে ব্যথিত নরে একবার চাহ ফিরে।

(হরপার্ব্বতীর নিম্নে অবতরণ)

শঙ্কর। কেরে ভক্ত করিছ রোদন ?

অশ্ব ও কম্বল। পশুপতি দীন জনে কর হে করুণা।

(পদতলে পতন)

শঙ্কর। উঠ বৎস ?
মন আশা পূর্ণ হবে তোমা দোঁহাকার,
শুন যেবা কহি আমি,
মানবের শিক্ষা হেতু ঘটাই বিপ্লব,
হের ধরা পরিপূর্ণ পাপে,
কেহ নাহি দেব দেবী মানে
অনাচারে পরিপূর্ণ সবে,
ভাবেনাক ক্ষণেকের তরে,
এই যে বিলাস বাস—নহে চিরস্থায়ী,
অন্ধদৃষ্টি পতঙ্গের প্রায়
পড়িছে স্বেচ্ছায়—জ্বলন্ত অনল মাঝে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি আর,
রিপুগণ সবে বিস্তারিয়া আপন প্রভাব,
অধিকারী সমভাবে সর্ব্বপরে,
হেরি ধরার ভাব, প্রাণ মম সদা বিচঞ্চল ;
মানবের কর্ম্মক্ষেত্রে, ২টি পথ অতীব প্রশস্ত—
একটি সরল, একটি কণ্টকময়,
সরল পথেতে হলে ধাবমান
অসার লালসা লিপ্সা হয় বলবান,

পরিণাম তার নরকের প্রবল যন্ত্রণা.
কণ্টকীয় যেই পথ, প্রথমেতে অতি দুঃখ তার,
কিন্তু পুরস্কার তার অতি চমৎকার.
সেই শেষ দিনে হাসিমুখে চলে যায়,
স্বর্গধামে— চিদানন্দময়
সেই গোলক বিহারী. কোল দেন তারে.
কি আর কহিব আমি
যাও বৎস কর গিয়ে মম যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
সেই হ'তে মৃত বালা হইবে জীবিত ;
জেন স্থির— যেই জন ধর্ম্ম অনুগামী,
তার নাহি শোক তাপ.
তবে সংসারের শিক্ষা হেতু এই লীলা মম.
কুমার ঋতধ্বজ অতীব সুধীর,
পিতৃভক্তি অপার তাহার,
ধর্ম্মে শুদ্ধাত্মা —সদা কর্ত্তব্য পালনে.
অটল—অচল. ভক্তি ডোরে বাঁধিযাছে মোরে,
তাই, তার তরে মৃত সঞ্জিবনী উপায়
কহিনু তোমারে, যাও কর গিয়ে
যজ্ঞ আয়োজন।

অশ্ব-ত। তাত লীলাময় তুমি.
তব লীলা কে পারে বুঝিতে.
মিনতি চরণে—যেন অন্তিমে—
চরণপ্রান্তে পাই মোরা স্থান।

শঙ্কর। তথাস্তু। (হরপার্ব্বতীর অন্তর্ধান)

অশ্ব-ত। আজ জীবন সার্থক হ'ল, আহা ধন্য তুমি যুবরাজ তোমার কৃপায় হর গৌরীর দর্শন পেলুম।

(দেবশর্ম্মা ও সুশর্ম্মার প্রবেশ)

দেবশর্ম্মা। পিতা বাসনা কি পূরেছে মোদের,
দিগম্বর দিয়েছেন দেখা ?

অশ্বত। যাও বৎস লয়ে এস যুবরাজে,
কৃপায় তাঁহার—বাসনা পূরিবে তব।

দেবশর্ম্মা ও সুশর্ম্মা। পিতা পদরেণু মস্তকে করুন দান।

কম্বল। তোমরা রাজপুরে সবাইকে আমাদের নাম করে নিমন্ত্রণ করবে, মহারাজকে বলবে যে, আমাদের আলয়ে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হচ্ছে সেইজন্য পিতা ও পিতৃব্যের অনুরোধ এই যে আপনাদের নিয়ে যেতে হবে, কিছুতে ছাড়বে না।

দেবশর্ম্মা। যথা আজ্ঞা,
যাই মোরা রাজপুরী অভিমুখে।

কম্বল। চলুন মোরাও যাই,
করি গিয়ে যজ্ঞ আয়োজন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



রাজবাটিস্থ উদ্যান।

(যুবরাজ)

যুব-রা। প্রাণপ্রিয়ে !

আছ কি লুকায়ে ঐ কুঞ্জবন পাশে ?
দেহ না উত্তর ?
ওহো। সে যে গিয়েছে ছাড়িয়ে মোরে,
বৃথা কারে করি অন্বেষণ,
সমীরণ। পাও যদি দেখা প্রেয়সীর,
ব'লো তারে—তার তরে কাঁদিতেছি আমি,
তরুরাজি কৃপা করি দেখ তুলি শির,
কোথা মম জীবনের সহচরী,
হায়। আর কি পাইব তারে ?
আহা কি মধুর মলয় হিল্লোল
পরশনে সংজ্ঞাহীন হয় তনু।

(বৃক্ষতলে উপবেশন ও নিদ্রিত হওন)

(মায়া কানন প্রকাশ)

(মায়া সহচরীগণের প্রবেশ ও
গীত)

এসহে বঁধু হৃদয় মাঝে বিজনে কেন বসিয়ে।
রসিক নাগর ধরহে গলা,

জুড়াক মোদের বিরহ জ্বালা,
হেরিয়ে তোমা ব্যাকুল প্রাণ অমূল্য নিধি এসহে হৃদয়ে
চলহে ত্বরায়—বিলাস বাসরে,
হৃদি সিংহাসনে—বসাব আদরে,
বিচ্ছেদ ব্যথায় এসেছি হেথায় তোমা ধনে যাব লইয়ে।

জ সহচরী। ছি ছি যুবা একি ভাব ?
হৃদয়ে তোমার কিসের অভাব ?
মলিন বয়ানে ধরণী'পরে,
কিবা দুঃখে হায় পড়িয়ে,
এসহে এসহে মোদের সনে,
নিয়ে যাই তোমা প্রেম কাননে,
তব চিত চকোর—হইবে বিভোর,
সুখে রবে সদা প্রেম আলাপনে।

যুব-রা। কেরে পিশাচিনী নারী,
যাও তুমি দৃষ্টির বাহিরে,
নহে জীবন না রবে তব।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন মায়া সহচরিগণের অদৃশ্য হওন)

একি! হেথায় নারীর কণ্ঠস্বর কোত্থেকে শুনলুম আমি কোথায়, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! না, না, আমার মন তার তরে পাগল হয়েছে, সে দেবী! তার তরে কে না পাগল হয়, কি করি কোথায় যাব, আমার কি স্থান নাই ? কে আমায় বলে দেবে কৈ কাহাকেও তো দেখছিনি ? প্রাণ কেমন ক'চ্ছে কে বল্‌তে পারে ? কি মজার সংসার, হেথায় কি হচ্ছে বল্‌তে পার! দুই দিন পূর্ব্বে আমি কি

ছিলেম, সংসারের সুখের সমুদ্রে তরঙ্গে প্রাণ দুলছিল, কিন্তু এ আবার কি! আজ আমি জ্যান্তে মরা পথের কাঙ্গাল, কিম্বা কিছুই নই, আমাতে আমি নাই, আমার কি হয়ে গেল? কেন এমন হ'লো? কোথায় যাব? নয়ন চল যতদূর পার চল, দেখ্‌ব এ পৃথিবীর শেষ কোথায়, আরও দেখ্‌ব, সত্যের অধিকার, শান্তির আনন্দদায়িনী শোভা, ও ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি, আপন কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীকে শান্তিময়ী মূর্ত্তি-ধারণ করাইয়াছে, চল মন সেথায় যাই!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

(দেবশর্ম্মা ও সুশর্ম্মার প্রবেশ)

দেবশর্ম্মা। সখা, সখা---একি সংজ্ঞাহীন!

সুশর্ম্মা। সখা, সখা যুবরাজ?

যুব রা। কেরে দেরে ফিরে অভাগার হৃদয়ের ধনে,
(নয়ন মেলিয়া) সখা জান কি উপায় কিছু
যাহে,—ফিরে পাই, মম প্রাণপ্রিয়া।

দেবশর্ম্মা। যুবরাজ মৃত ব্যক্তিকে ফিরে কি পাওয়া যায়,
কখন কি শুনেছ কোথাও?

যুব-রা। তবে কিবা হেতু এসেছ হেথায়?
হেরি তোমা দোঁহে, বাড়ে জ্বালা,
জাগে মনে পূর্ব্ব স্মৃতি,
ধূ ধূ করে জ্বলে উঠে চিতানল হৃদয়ে আমার,

সে অনল নিবাইতে নাহিক শকতি,
আহা কোথা তুমি হৃদয় রঞ্জিনী !

দেবশর্ম্মা। সখা আমাদের একটি মিনতি রাখ্‌বে ?

যুব-রা। কর্ত্তব্য পালন হেতু হারানু সে ধনে,
পুনঃ কিবা হেতু কর্ত্তব্যেতে হইব বিমুখ ?

দেবশর্ম্মা। যুবরাজ ! পিতৃদেব একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্ব্বেন সে নিমিত্ত মহারাজ ও আপনাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের প্রেরণ করেছেন মহারাজকে নিবেদন করিয়াছি, তিনি স্বীকৃত হয়েছেন, কেবল আপনার সম্মতি হলেই আমাদের আশা পূর্ণ হয়।

যুব-রা। সখা ! জনমাঝে দেখাইতে মুখ,—ইচ্ছা নাহি আর,
কিন্তু– পিতৃ আজ্ঞা কেমনে করিব হেলা,
যাব আমি না রহিব অধিক সময়
এইমাত্র অনুরোধ মম।

দেবশর্ম্মা। সখা যাহা গিয়েছে সে আর ফিরিবে না, তবে আর বৃথা শোকে শরীরকে কষ্ট দিয়ে ফল কি ?

যুব-রা। সখা আছে সব—কিন্তু পুনঃ নাহিক কিছুই,
সেই নিশি প্রভাতিছে, সূর্য্যদেব—
নবীন কিরণে উদিয়া অম্বরে,
জাগায়ে জগৎজনে—বিস্তারিছে আপন প্রভাব,
পুনঃ মাতাইয়া পশ্চিম গগন,
যান চলে অস্তাচলে,

প্রকৃতি সুন্দরী পরি নৈসিক বসন,
সাথে লয়ে অগণিত তারারাজি—সহ
নিশানাথ—সুনীল গগন মাঝে দিতেছেন দেখা,
নিম্নে তরঙ্গিনী-হৃদে ধরি প্রতিবিম্ব তার,—
হেলিতে দুলিতে চলিয়াছে দূর দেশে,
ফল ফুলে পূর্ণিত কাননে—ভাসিয়া চন্দ্রমালোকে
বিজনে পঞ্চম স্বরে ডাকিছে পাপিয়া,
হেরি এই সব প্রকৃতির শোভা,
প্রাণ মম হৃদি ভেদি বাহিরিতে চায়,
সখা সেই একদিন—আর আজ এই একদিন !

দেবশর্ম্মা। সখা কি ক'রবে বল, ঈশ্বরের উপর কথা কইবার ক্ষমতা কি কারুর আছে।

যুব-রা। শুখায়েছে নয়নের ধারা, কিন্তু—
প্রাণের ভিতর জ্বলিছে দারুণ অনল,
যেন শূন্যতার ভীষণ ছায়া—অন্তরে সদাই,
হু হু হু হু—ধূ ধূ ধূ ধূ—মহা শূন্য—শুধু নিস্তব্ধতা,
নিরাশার নীরস ভাব, পরিপূর্ণ হৃদি,
ছিল এ হৃদয়ে যাহা, এবে শূন্য,—হাহারবে,—
উদাস করিছে প্রাণ,—নাহি লক্ষ স্থল,
মন, প্রাণ চলে গেছে কোথা,
যেন হৃৎপিণ্ড দীর্ঘশ্বাসে আকুল হইছে,
ভেঙ্গে গেছে নয়নের বাঁধ,
অবিরল বহে জলধারা,
হায় জাগরণে হেরি তারে—

নিদ্রায় স্বপনে উঠে, নয়নের কোণে,
সদাই হেরিতেছি সেই ছবি,
বিভীষিকা—বিভীষিকা, মাত্র, বিভীষিকা!
দুরন্ত অনল হৃদয়ের মাঝে,
থেকে থেকে উঠিছে গর্জ্জিয়া
কার সাধ্য নিবাইতে সে অনল।

দেবশর্ম্মা। সখা এস তবে,
বিলম্বে পিতৃদেব ভাবিত হচ্ছেন।

যুব-রা। মহারাজ কখন যাবেন তা কিছু বলেছেন?

দেবশর্ম্মা। তিনি ক্ষণেক পরে যাবেন আপনাকে নিয়ে যেতে বল্লেন।

যুব-রা। তবে চল যাই,
আহা কোথা তুমি প্রফুল্ল নলিনী?

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাগরাজ গৃহ—যজ্ঞশেষ দৃশ্য।

(অশ্বতর, মদালসা ও নাগরাজ পত্নীগণ)

মদা। একি হেথা কেন আমি! কোথা রাজপুরী
এ কোথা—এ সব কে?

অশ্ব-ত। বৎসে! চঞ্চল হ'য়োনা বোধ হয় পূর্ব্ব কথা কিছুই তোমার মনে নাই, তোমার পূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণ কর, তুমি শত্রুজিৎ রাজার পুত্রবধূ। তুমি তোমার স্বামীর মিথ্যা মৃত্যুবাণী

শ্রবণ করিয়া: অনল মাঝে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলে। যুবরাজ তোমার জন্যে উন্মাদপ্রায় হ'য়ে বেড়াচ্ছেন. আমার পুত্রদ্বয়ের সহিত তোমাব স্বামীর অতিশয় সখ্যতা ছিল, তাহারা কুমারের দুঃখ দেখে আমার কাছে ব্যথিত অন্তরে প্রকাশ করে যে, কোন উপায়ে যুবরাজকে পুনর্ব্বার তাঁহার পত্নীকে মিলাইয়া দিতে হইবে। তাহাদের অনেক বুঝাইলাম কিন্তু কোন মতে তাহারা বুঝ্‌লে না শেষ তারাও অন্ন জল ত্যাগ করে বসে রইল, আমি অবশেষে হিমালয় তলে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের উপাসনা আরম্ভ ক'ল্লেম তৎপরে শঙ্কর সদয় হ'য়ে আমায় বর প্রদান কল্লেন যে, একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর সেই হইতে মৃত বালা পুনর্জ্জন্ম লাভ ক'র্‌বে, তাঁর আজ্ঞায় সেই যজ্ঞ শেষ হইতে তুমি পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছ, পুত্রদ্বয় গিয়েছে রাজপুরে তাঁদের সকলকে নিয়ে আস্‌তে, তুমি অন্তরালে গিয়ে অবস্থান কর, অধীর হ'য়োনা সময়ে সবই পাবে।

মদা। হে শঙ্কর! হে জগৎপিতা!
দাসী প্রতি এত কৃপা।
পিতা ভাগ্য মম বড়ই মলিন, নহে—
বাল্য হ'তে এত দুঃখ কেন বা পাইব?
হে দেব! তুমি দুঃখিনীর পিতা সম,
কৃপায় তোমার--আসিনু পুনঃ ধরণীর তলে,
দেগ যেন ভুলোনাক—স্থান দিতে চরণ সরোজে।

অশ্ব-ত। যাও বৎসে অন্তঃপুরে করগে বিশ্রাম,
শীঘ্র তব স্বামী সনে হইবে মিলন।

(বালিকাগণের প্রতি) যারে তোরা সাথে নিয়ে সবে।

মদা। আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মম।
যাই আমি অন্তঃপুরে,
এস হে ভগিনীগণ।

(অশ্বতর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(যুবরাজ ও সুশর্ম্মার প্রবেশ)

অশ্ব-ত। এস বৎস রাজ্যের সব মঙ্গল তো?

যুব-রা। নমস্কার রাজীব চরণে, কহ দেব—
কি কহিব আর, অন্তর্য্যামী তুমি,
অজ্ঞাত নহেত মম দুঃখের কাহিনী!

অশ্ব-ত। সুশর্ম্মা মহারাজ কৈ? তিনি কি আসবেন না?

সুশর্ম্মা। পিতা তিনি আমাদের বিদায় দিয়ে বল্লেন, তোমরা অগ্রসর হও আমি পশ্চাৎ যাত্রা ক'র্‌ব।

অশ্ব-ত। কুমার করহ বিশ্রাম বৃথা খেদে ফল কিবা?
চিরস্থায়ী আছে কিবা ভবে? তুমি ধার্ম্মিক সুজন,
চিত্ত স্থির করহ আপন—যেই জন মনের দাস,
তার কিবা মাহাত্ম্য সংসারে!
আত্মা যার আজ্ঞাকারী,
ষড়রিপু দমনে সক্ষম,
ধন্য সেই জনমাঝে।

যুব-রা। হে দেব! বুঝি সব
কিন্তু—চিত্ত স্থির করিতে না পারি,

হৃদয়ের অন্তস্থল হতে—সেই ছবি—
কেমনে মুছিয়া ফেলি, রয়েছে অঙ্কিত॥
যাহা উজ্জ্বল বিভায়, পলে—পলে
পদ্ম আঁখি পড়ে মনে, হৃদি যেন—
চূর্ণ হয়ে যায়—বিধি বিড়ম্বনে
ইচ্ছা হয় ত্যজিতে জীবন।

অশ্ব-ত। শুনহ কুমার!
যত দিন লিপিপূর্ণ না হবে ধাতার,
তত দিন কার সাধ্য ত্যজে ধরাধাম।

যুব-রা। বুঝিয়াছি এ ধরায় যন্ত্রনাই সার,
ধর্ম্মের নাহিক পুরস্কার

অশ্ব-ত। ————রাজ পুত্র!
হেন বাণী নাহি কহ আর, হের ওই
ধর্ম্মের জ্যোতি ঐ পুরস্কার তব

(শূন্যে মদালসার ছায়া মূর্ত্তির আবির্ভাব)

যুব রা। ওকে? ওকে প্রিয়ে—প্রিয়ে এসেছ কি?
কৃপা করি দেখা দিতে পুনঃ এস হৃদে,
হৃদয়ের ধন।

(আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

অশ্ব-ত। হে যুবক! ছায়া মাত্র উহা, নরের অস্পর্শ,
কেমনে ছুঁইবে তুমি?

যুব-রা। ছায়া—কোথা কায়া?

প্রিয়ে পুনঃ প্রবঞ্চনা কর দাসে ?
প্রাণেশ্বরি—অভাগার অমূল্য রতন !

(পতন ও মূর্চ্ছা)

দেবশর্ম্মা। পিতা পিতা !

(সুশ্রূষা করণ)

অশ্ব-ত। সন্তান না হও চঞ্চল
দুর্লভ যে বস্তু—যদি তাহা
অনায়াসে মিলে,
নাহি থাকে কদর তাহার।

দেবশর্ম্মা। পিতা কেমনে চেতনা করি ?

অশ্ব-ত। হের প্রেমের প্রভাব, আপনি চেতনা পাবে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। হে দেব ! মহারাজ এসেছেন পূরে।

অশ্ব ত। রহ বৎস হেথা, নাহি ভয় কিছু,
যাই আমি মহারাজে অভ্যর্থনা হেতু।

(অশ্বতরের প্রস্থান)

দেবশর্ম্মা। কহ ভাই কেমনে চেতনা হবে ?

সুশর্ম্মা। রহ স্থির পিতৃ আজ্ঞা করোনা লঙ্ঘন।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

"শুনহে ধীর হয়োনা অধীর—পাইবে তোমার হৃদয় ধনে
জুড়াবে জ্বালা, পাইবে "বালা"—ত্বরায় মিলিবে অপূর্ব্ব মিলনে"

যুব রা। কোথা হতে আসে এই সঙ্গীত লহরী ?
পরিচিত স্বর যেন,
প্রিয়ে কেন কর ছল মম সনে ?
আর ছলে কিবা প্রয়োজন,
প্রাণধন দেহ দেখা, নহে রবে না জীবন,
প্রিয়ে হয়েছ কি এতই কঠিন ?
যাহে দিতেছ হৃদয়ে এ দারুণ ব্যথা ?

(পতন ও মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

"সাধিলে থাকেনা নারীর মান,
বুঝেছি বুঝেছি তোমার প্রাণ,"

যুব-রা। দেবাঙ্গনা করেছি কি কখন তোমারে হেলা ?
তাই সঙ্গীতের ছলে কহ হেন বাণী,
আরে মন কার তরে হয়েছ উন্মাদ ?
সেত চাহেনা আমায়,
তবে আর এ নশ্বর দেহে কিবা কাজ !
ওহে অন্তর্য্যামী দেবতা মণ্ডল !
কৃপা করি দেহ মুক্তি মোরে
এ পৃথিবী হতে,
আর নাহি রহিব হেথায়,
ছি ছি এই কি ধর্ম্মের ফল !
দিব এই তুচ্ছ প্রাণ নিজ হস্তে বিসর্জ্জন।

(মদালসার প্রবেশ)

প্রিয়ে! শিক্ষাদাত্রী তুমি মম -- মহা শিক্ষাস্থলে!
কৃপা করি দাও স্থান চরণেতে তব ;
আর প্রিয়ে হ'য়োনা নিদয়।

মদা। কহ নাথ আর কিহে দিবে ফাঁকি ?

(রাজা, রাণী ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

অশ্ব-ত। মহারাজ! পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায়ই. আপনাকে সবিস্তার কহিয়াছি. উপস্থিত এই আপনার পুত্র পুত্রবধূ।

যুব-রা। পিতা দাও পদধূলি অবোধ সন্তানে তব।

মদা। জননী কর আশীর্ব্বাদ।

(উভয়ে প্রণাম করণ)

রাজা। হে নাগেশ্বর! কৃপায় তোমার,
শূন্য পুরী মম—হ'ল পুনঃ আলোকিত ;
অন্তরের কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব ?
রেখ পদে শেষের সে দিনে,
যেন অন্তিম সময়ে,
তোমা সবাকার নাম লয়ে যেতে পারি
ভবধাম ছাড়ি। দেহ সখা আলিঙ্গন।

চ। মহারাজ! কত যে আনন্দ হৃদে,
কি কহিব তোমা,
এবে চল রাজা বিশ্রামের হেতু।

রাজা। চল সখা সুন্দর এ পুরী,
করিয়ে দর্শন চরিতার্থ হব আমি।

(রাজা রাণী, অশ্বতর ও অন্যান্য সকলের প্রস্থান)

রাজ-স। বলি যুবরাজ! এখন কি বুঝ্‌তে পেরেছেন যে স্ত্রীর কি মর্ম্ম? আমরা অনেক ঠেকে শিখেছি।

যুব রা। সখা তব বাক্য সত্যে পরিণত,
এবে বুঝিয়াছি নারীর মাহাত্ম্য।

রাজ-স। তাই বলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হবেন না, নারী চরিত্র স্বয়ং ভগবান্ বুঝতে পারেন নাই!

যুব-রা। সখা প্রিয়া মম সতী শিরোমণি।

রাজ-স। এখন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করুন—দরিদ্র ব্রাহ্মণকে মনে রাখ্‌বেন, গরিব আর কি বল্‌বে, আমি আপনার সখার যোগ্য নয়, যাঁদের দ্বারায় "হারা রতন" ফিরিয়ে পেলেন, তাঁদের আমি শত সহস্র ধন্যবাদ দিলাম, ও জন্মান্তরে তাঁদের মতন উচ্চ অন্তঃকরণ নিয়ে যেন জন্মগ্রহণ কর্ত্তে পারি এই প্রার্থনা।

দেবশর্ম্মা। সখা! সখা! সখা বলি কর সম্ভাষণ।

যুব-রা। হে সখা! মহিমা তোমার কহিব কেমনে,
বন্ধুত্বের অপার দৃষ্টান্ত দেখাইলে আজি,
তোমা দোঁহে, সখা কৃপায় তোমার—
পাইয়াছি হারানিধি পুনঃ।

দেবশর্ম্মা। সখা যেন স্থির এ সংসারে ধর্ম্মের প্রভাব
চিরদিন রহে সমভাবে,
রেখেছিলে ধর্ম্মে মতি স্থির,
হের প্রতিদান তার পাইলে কেমন।

যুব রা। প্রিয়ে সখা তব দোঁহে।

মদা। নাথ! তোমার অধীন আমি।



ক্রোড় অঙ্ক।

(উজ্জ্বল রত্নরাজি খচিত চন্দ্রাতপ নিম্নে লতা কুঞ্জ হইতে
দেববালাগণের আবির্ভাব)

(যুবরাজ ও মদালসার যুগল মিলন)

(দেববালাগণের গীত)

দেব-বা। দেখে যাও প্রাণভরে আজ প্রেমের মাধুরী
প্রণয়ের বিমল ছবি (এতে) নাই ছলা চাতুরী
দেখলে কেমন প্রেমের খেলা,
(সদা) রে'খ মনে ঘুচ্‌বে জ্বালা,
প্রণয়েরি হারে—নিজ মন—চোরারে—বেঁধে রেখ সযতনে।
(যার). প্রেমিক হৃদয়—প্রেমে সুখী হও—প্রণয়েরি ধনে—
প্রেম বিতরী ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দুইটি গান পুস্তকের যথাস্থানে দিতে ভুল হইয়াছে। সে নিমিত্ত এখানে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইল।

(১)

২ পৃষ্ঠা—চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সখীগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

অলি তোরে করি মানা, কমল বুকে আর ব'সনা।
লুটে মধু চতুর বঁধু,—
চকিতে উড়ে যেওনা।
সাধে বাদ সেধনাক—প্রাণে ব্যথা দিওনা,
জাননাক প্রেমের রীতি মিছে ছল ক'রনা॥

(২)

৬ পৃষ্ঠা—চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(সখীগণের গাইতে গাইতে প্রস্থান)

ভেবনাক কুমুদিনী আবার আসিবে ভ্রমর।
বসি পুনঃ একাসনে,—
মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণে ;—
ঢালিবে বচন সুধা, তব মনচোর,—
সুখের আবেশে সখি হইবি বিভোর॥